সত্যজিৎ রায়

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার
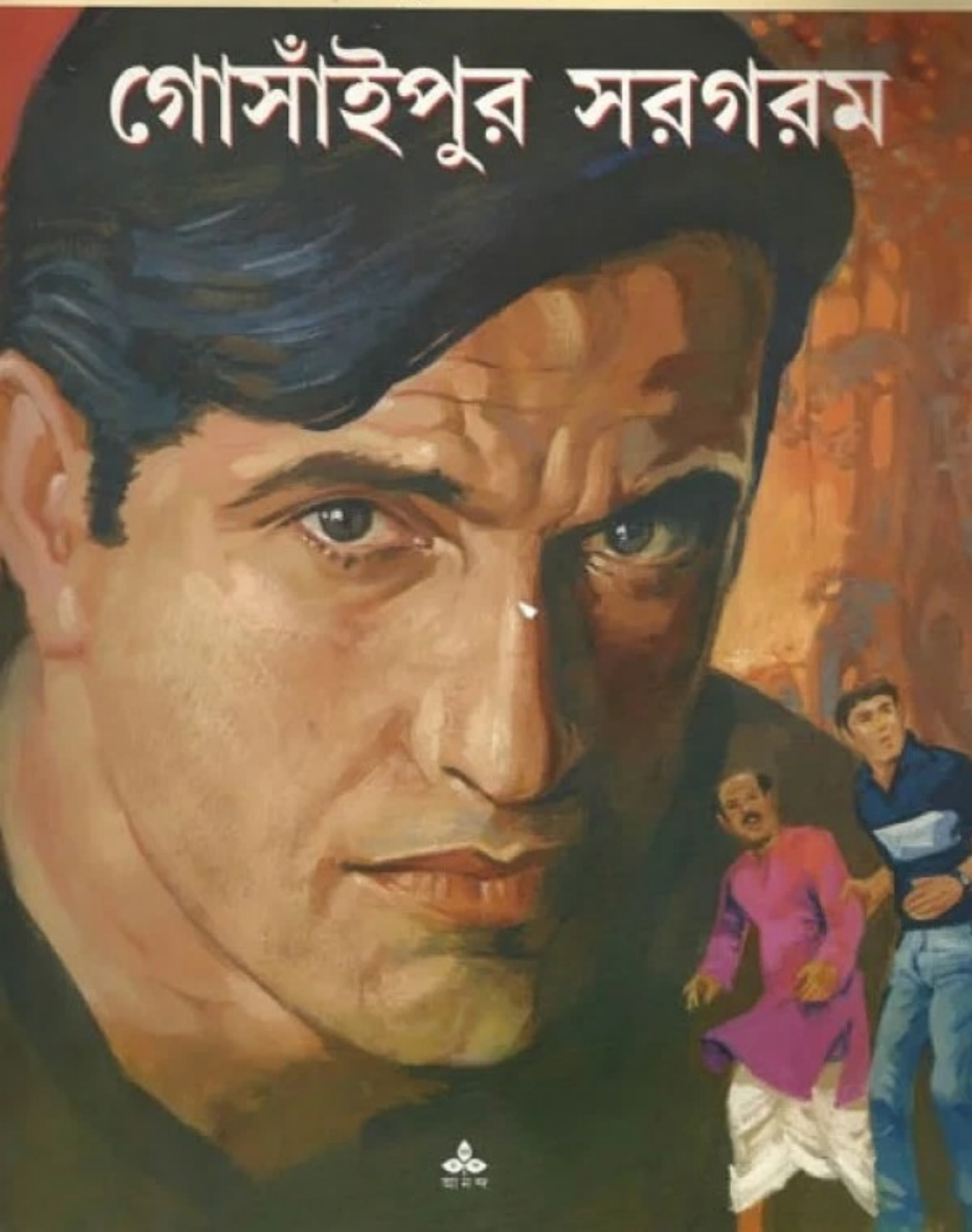
গোসাঁইপুর সরগরম

ফেলুদা কমিক্‌স

গোঁসাইপুর সরগরম

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
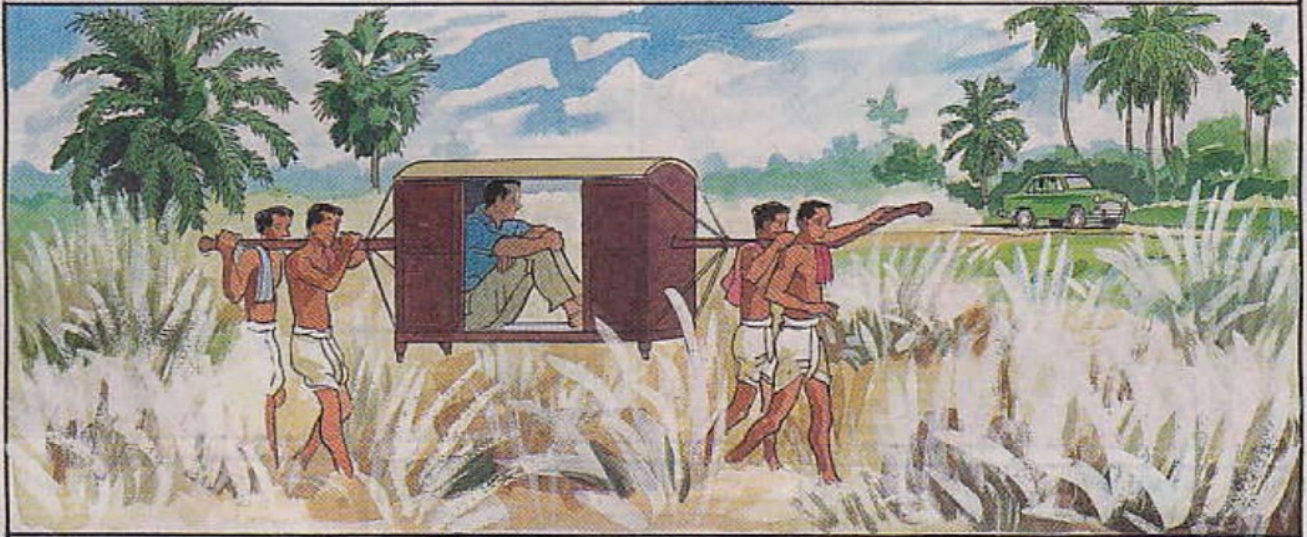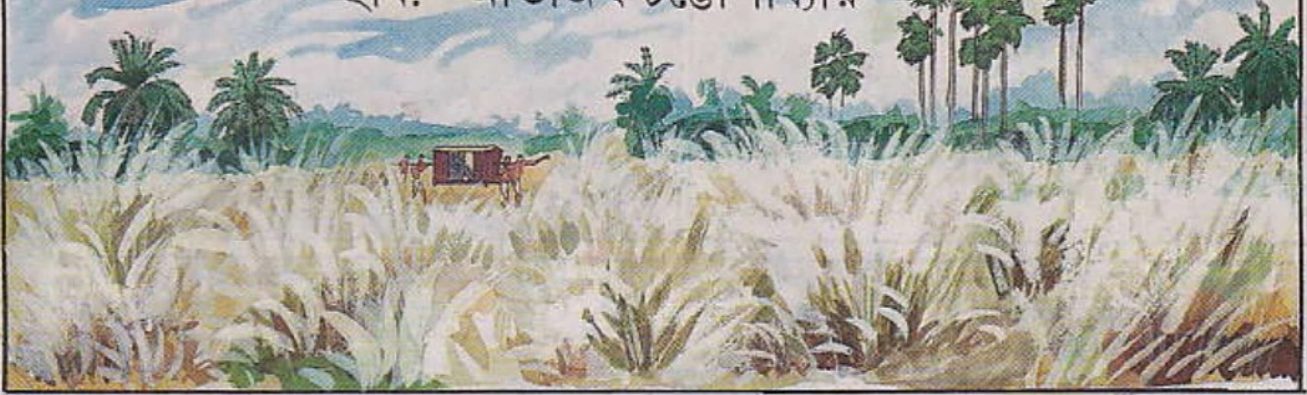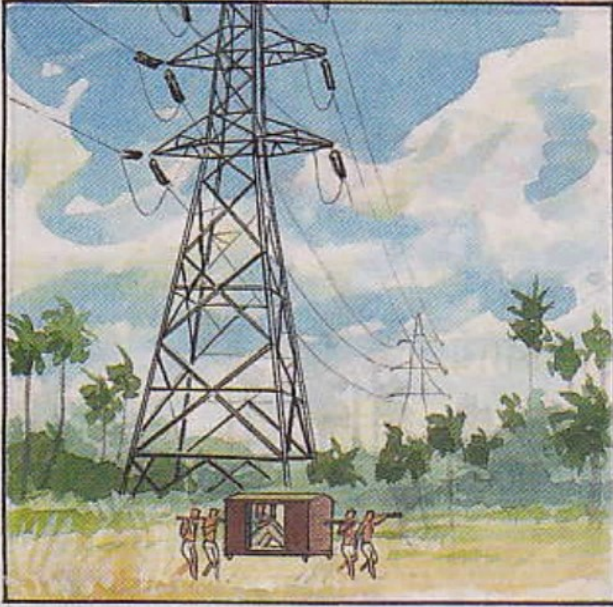
বিজলি নিয়ে চিন্তা করছেন কেন? আপনার খ্যাতি তো পৌঁছে গিয়েছে...!
'গোঁসাইপুর সাহিত্য সংঘ' জটায়ুকে সংবর্ধনা দিচ্ছে, সেটাই তো বড় কথা!

সেটা কিছুটা তুলসীবাবুর উদ্যোগেই...। আমার বিশেষ ভক্ত, নিজেও গল্পটল্প লেখেন...। 'সন্দেশ'-এ গোটা দুই বেরিয়েছে...। তাই আমার ইয়েটা বুঝতে পারে...।
ফেলুদাকেও সংবর্ধনা দিতে চায় বলছিলেন! গোয়েন্দাগিরিতেও...?

কী বলছ? উনি ফেলুবাবুর ভয়ানক ভক্ত। নেহাত তোমার দাদা বারণ করল, তাই!

আর কার কার ভক্ত জেনে নিই?
জগদীশ বোসের নাম করতেন... বলতেন, অত বড় মনীষী পৃথিবীতে নেই! গোবরবাবুর কথাও বলতেন, আর...।

আর, ওই যথেষ্ট!

...ওই বাপকে কোন ছেলে মানবে?

আলাপ করিয়ে দিই, তুলসীচরণ দাশগুপ্ত। প্রদোষ মিত্র... তপেশ মিত্র!

আপনার পরিচয় গোপন রেখেছি। আপনি হলেন টুরিস্ট। হোল লাইফ ক্যানাডায় কাটিয়েছেন। দেশে ফিরে পাড়াগাঁ দেখার শখ হয়েছে!
আপনার বাড়িতে ক্যানাডা সম্বন্ধে তথ্যওয়ালা বই আছে আশা করি?

কোনও চিন্তা নেই! আর গাঙ্গুলিভায়াকে কিন্তু একটু ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে। পরশু অর্থাৎ শুক্রবার সংবর্ধনা দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে।

আমাদের নিউ প্রাইমারি স্কুলে ফাংশন অ্যারেঞ্জ করিচি। সুরেশ চাকলাদার উকিল পৌরোহিত্য করবেন। বলদেব ভাল ছবি আঁকে, সে একটা মানপত্র লিখছে...।

ভাষাটা অবিশ্যি আমার।
অলংকারের আবার বাড়াবাড়ি!
ক্যাচ চছ!
সরি!
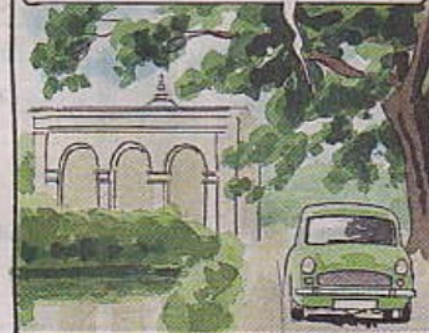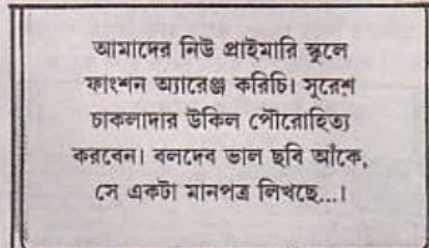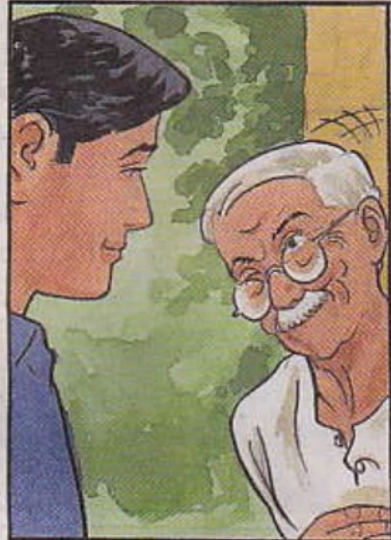
তা এসব ব্যাপারে একটু তো বাড়াবাড়ি হবেই। তোমার মতো সাকসেসফুল অথর আর ক'টা এসেছে বলো এখেনে?
আসবার পথে একটা পালকি দেখলাম। এদিকে পালকি ব্যবহার হয় নাকি?
WB 02 5075

শুধু পালকি? আপনি বিগত যুগের কোন জিনিসটা চান বলুন? পাইক-বরকন্দাজ? পাবেন! হুকোবরদার? পাবেন! টানা পাখা? লম্ফ-পিদিম-পিলসুজ? পাবেন!

কিন্তু এখানে তো ইলেকট্রিসিটি আছে দেখছি।
সব জায়গাতেই আছে। কেবল যেখেনে সব চাইতে বেশি থাকার কথা, সেখেনেই নেই।
কোথায় মশাই?

মল্লিকদের বাড়ি।

মল্লিক মানে শ্যামলাল মল্লিক?
ওই একটিই তো মল্লিক গোঁসাইপুরে।

এখেনকার জমিদার ছিলেন ওঁরা। দুর্লভ মল্লিকের নামে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। শ্যামলাল তাঁর ছেলে।
কিন্তু ইলেকট্রিসিটির উপর রাগ কেন?

জমিদার উচ্ছেদ হওয়ার পর কলকাতায় গিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবসায় টাকা করিছিল। একদিন অন্ধকারে হাতড়ে ঘরের সুইচ জ্বালতে গিয়ে খোলা তারে হাত লেগে হুলস্থুল ব্যাপার, হাসপাতালে থাকতে হয়েছে...। ব্যবসা ছেলের হাতে দিয়ে চলে আসে।
এসেই ইলেকট্রিক কানেকশন কেটে দেয়?

শুধু সে হলে না হয় হত। সেই সঙ্গে মডার্ন যুগের সবকিছু বাতিল করে দেয়। একটা গাড়ি ছিল। বেচে দিয়েছে।

একটা পুরনো পালকি বাড়িতেই ছিল, সেটাকে সারিয়ে নিয়েছে। তার জন্য চারটে বেয়ারা বহাল হয়েছে। বিলিতি ওষুধ যা ছিল সব নর্দমায় ফেলে দিয়েছে। এখন ওনলি কবরেজি।

ফাঁকতালে তারক কবরেজের কপাল ফিরে গিয়েছে। ...এসে গিয়েছি! এই মাঠটায় তুলে দিন।

এখেনে যখন এসেছেন, আলাপ হবে নিশ্চয়ই!
...আমি এসেছি ওঁর ছেলের কাছ থেকে তলব পেয়ে। ওঁদের ওখানে থাকার অসুবিধে, তাই লালমোহনবাবুকে বলায়...।
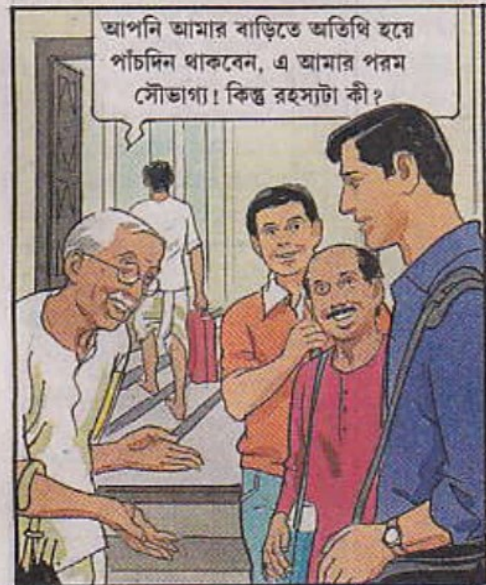
আপনি আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে পাঁচদিন থাকবেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু রহস্যটা কী?

বলছি... আমি চা এনেছি... ব্যবহার করলে খুশি হব।
বেশ! গঙ্গাকে বলে দিচ্ছি। ও এখনি করে নিয়ে আসবে...

শ্যামলাল মল্লিককে খুন করার চেষ্টা চলেছে বলে কোনও খবর কানে এসেছে কি?
খুন করার কথাই যদি হয়... সে তো ঘরেই রয়েছে!
?
কীরকম?

ওই যিনি আপনাকে তলব দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বাপের বনিবনা নেই একদম।

অবিশ্যি আমি জীবনলালকে দোষ দিই না। ওরকম উদ্ভট খেয়াল যে বাপের, তাকে কোন ছেলে মানবে?

দাদাবাবু ভাল চা এনেছেন কলকাতা থেকে। করে নিয়ে আয়!
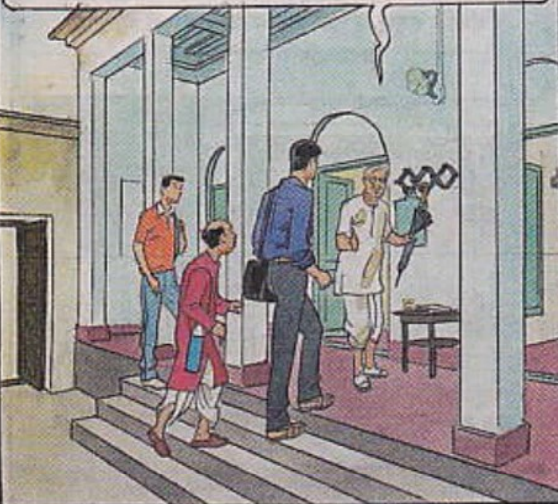
এ বাড়ি বানিয়েছিলেন ঠাকুরদা। বাপ-ঠাকুরদা দু'জনেই মোক্তারি করতেন। আমি গেলাম শিক্ষকতায়! কলকাতায়...।

আমার স্ত্রী কলকাতায় থাকতেই মারা যায়। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। থাকে আজিমগঞ্জে। দু' ছেলে থাকে কলকাতায়। চাকরি করে...।

একা থাকতে অসুবিধে হয় না?

পাড়াগাঁয়ে একা মনে হয় না। এখানে মেলামেশাটা অনেক বেশি।
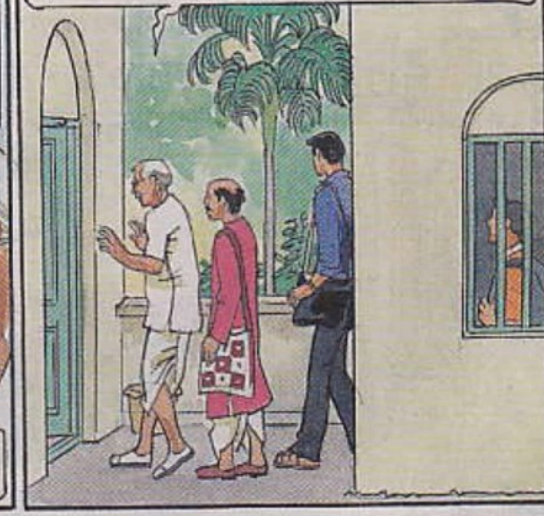
তা আপনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন তো?
কেন বলুন তো?
একবার আত্মারামবাবুর ওখানে নিয়ে যেতে চাই। উনি এখানকার একটি অ্যাট্রাকশন।
আত্মারামবাবু?
আসল নাম মৃগেন ভট্চাজ। আত্মা-টাত্মা নিয়ে চর্চা করেন, তাই বলা হয় 'আত্মারাম'। আমি বলি না। আমার ধারণা, ভদ্রলোকের সত্যিই ইয়ে আছে।
জীবনবাবু!
আমি জানিয়েছিলাম, আপনার এখানে উঠছি!
মিঃ মিত্তির?
তোমরা যাও, আমি আসছি।

আমার নাম জীবনলাল মল্লিক।
বুঝেছি। ইনি আমার বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলি। আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ।
আমার ওখানে একবার আসবেন কি?
চলুন, আমি এই উঠতাম।
মেলিং করার ছিল... স্টেশনে গিয়েছিলাম।
পালকি ছাড়া গতি নেই বুঝি?
আপনাকে তুলসীবাবু বলেছেন বুঝতে পারছি।
হ্যাঁ, বলছিলেন ইলেকট্রিক শকের পরিণাম!
পরিণামটা গোড়ায় এত ভয়াবহ ছিল না। আক্রোশটা ছিল শুধু ইলেকট্রিসিটির বিরুদ্ধে।
আপনি এখানে প্রায়ই আসেন?
দু' মাসে একবার। আমাদের ব্যবসা আছে। সেটা এখন আমাকেই দেখতে হয়। সেই নিয়ে কথা বলতে আসি।
তা হলে ব্যবসায় এখনও ইন্টারেস্ট আছে আপনার বাবার?
মোটেই না। কিন্তু আমি সেটা চাই না। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি যাতে উনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।
কোনও আশা দেখছেন কি?
এখনও না!
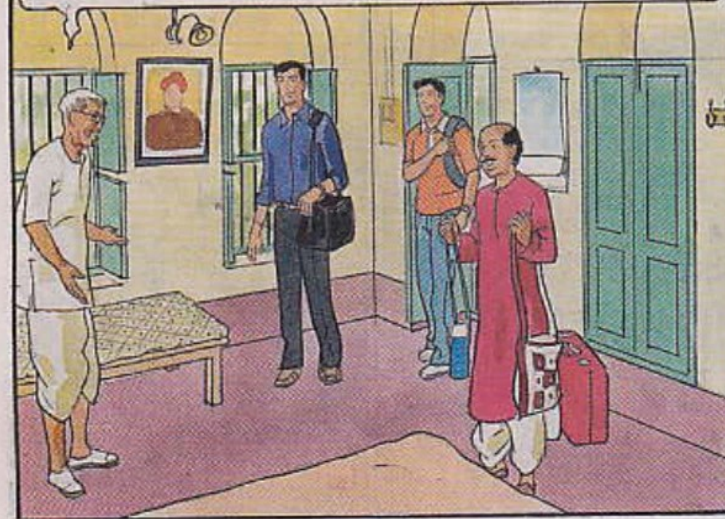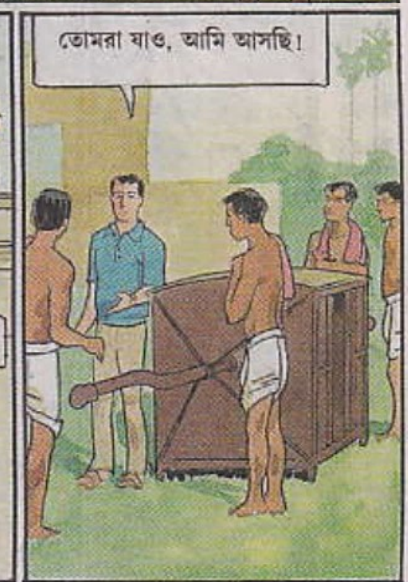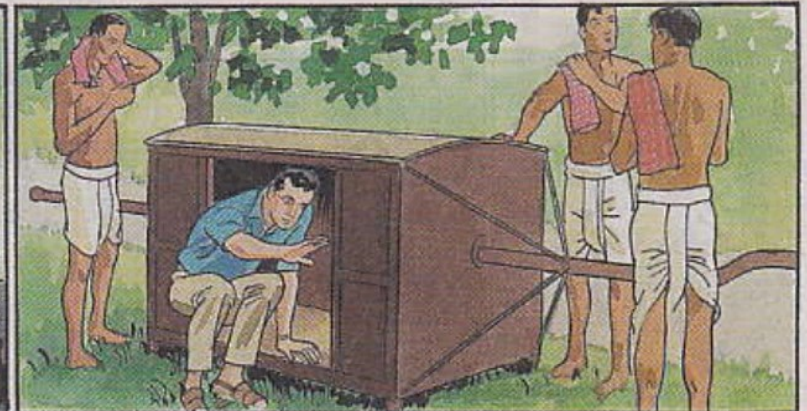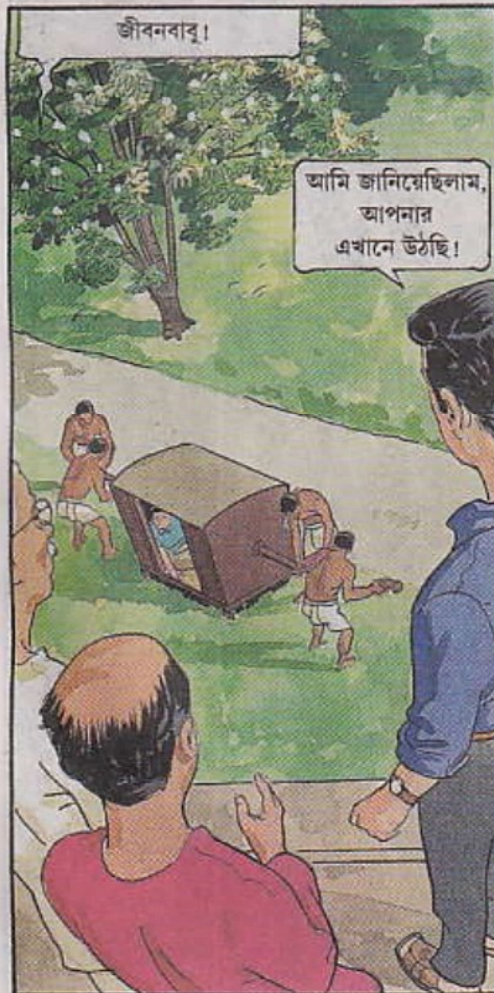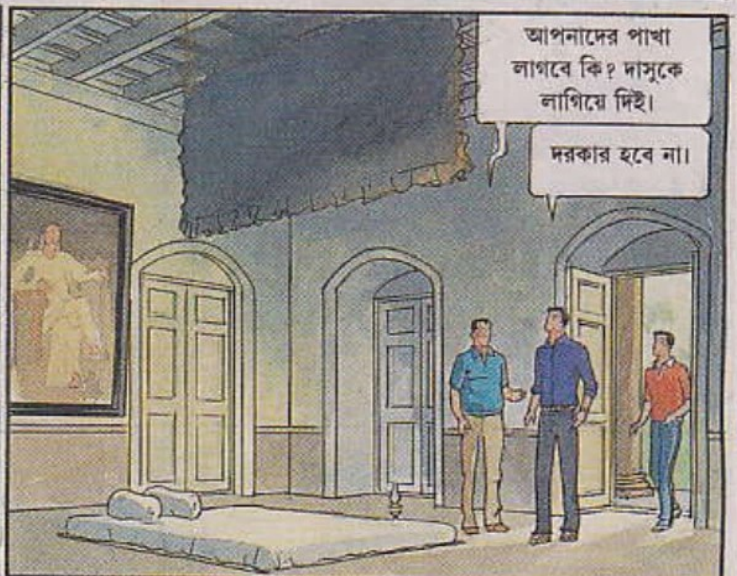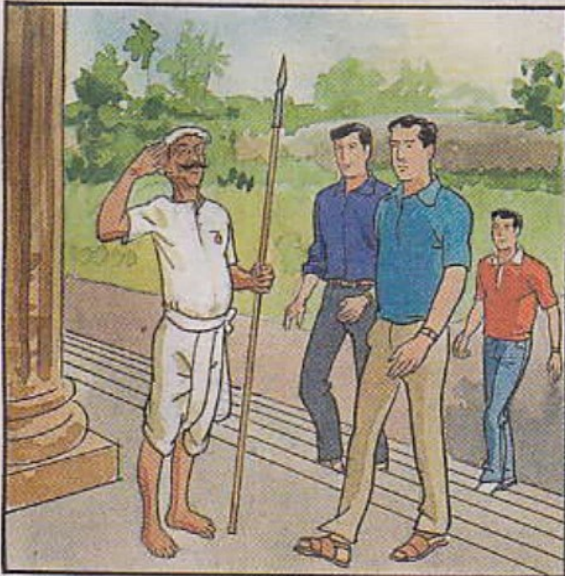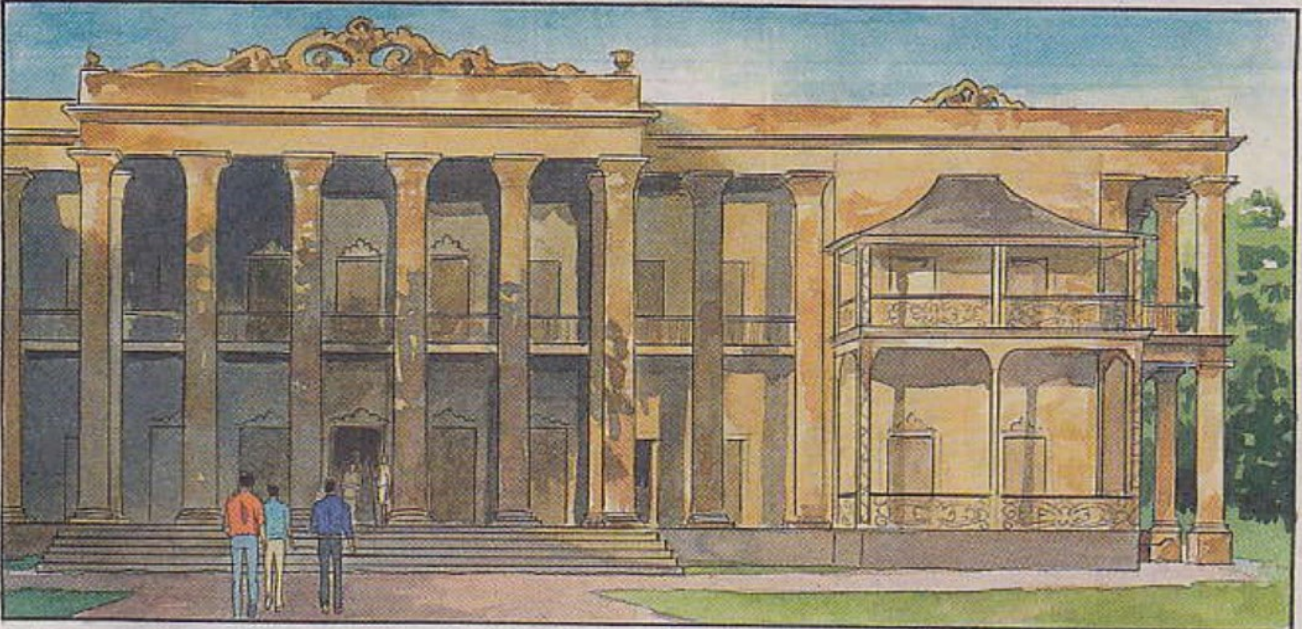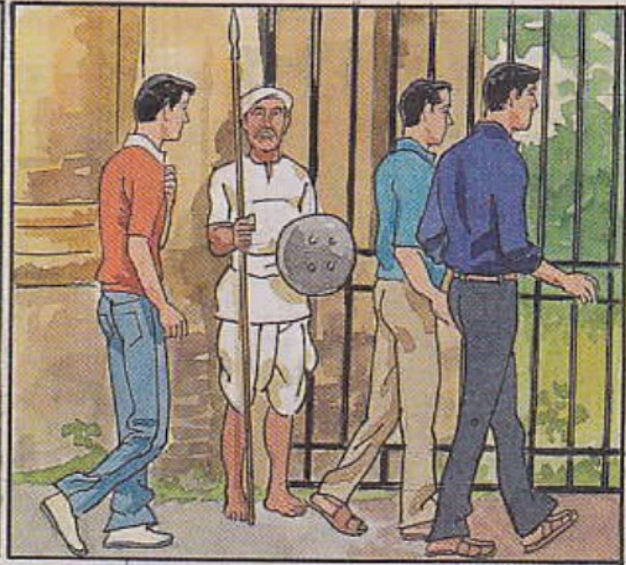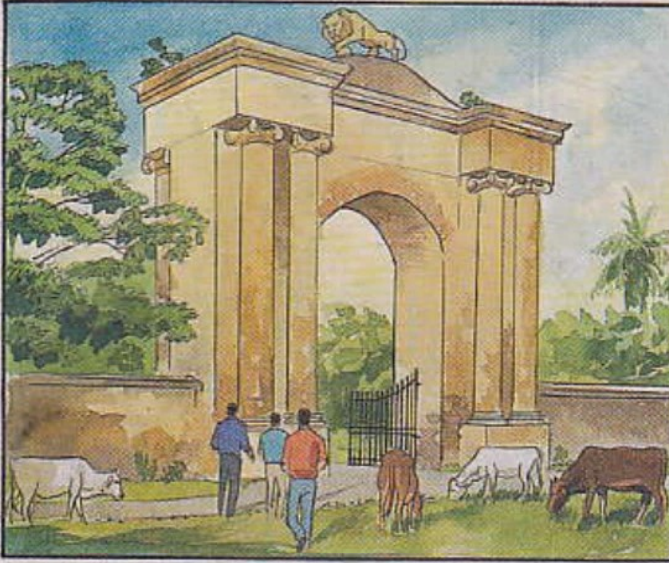
আপনাদের পাখা লাগবে কি? দাসুকে লাগিয়ে দিই।
দরকার হবে না।

তোপসে, উঠে
দাঁড়া তো।

ঠগি?
এইভাবে ঠগিরা পথচারীদের গলায় ফাঁস দিয়ে হ্যাঁচকা টানে তাদের খুন করে সর্বস্ব লুট করে নিত। কোথায় পেলেন?
মাঝরাত্তিরে বাবার ঘরে ছুড়ে ফেলেছিল কেউ।
কবে?
আমি আসার কয়েকদিন আগে।
এত পাহারা সত্ত্বেও এটা হয় কী করে?
পাহারা? পাহারা তো পোশাকের বাহারে! মানুষগুলো তো গেঁয়ো ভূত। কুঁড়ের হদ্দ। আর তারাও তো বুঝতে পারে বাবুর ভীমরতি ধরেছে। ডাকাত পড়লে যে কী করবে কে জানে!
এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন?
বাবা ছাড়া আছেন আমার বিধবা ঠাকুরমা। প্রাচীন আমলের মানুষ, তাই দিব্যি আছেন। তা ছাড়া আছেন ভোলানাথবাবু। এঁকে বাজারসরকার বলতে পারেন। ম্যানেজার বলতে পারেন...
বাবার ফাইফরমাশ খাটা, সবই ইনি করেন। একটি রান্নার লোক আছে। দু'টি দরোয়ান, একটি কাজের লোক বাড়িতেই থাকে। পালকির লোক আর পাঙ্খাওয়ালা গ্রাম থেকে আসে।
ভোলানাথবাবু ক'দিন আছেন?
উনি গ্রামেরই লোক। আমাদের প্রজা ছিলেন। বাপ-ঠাকুরদা চাষবাস করতেন। ভোলাবাবু ইশকুলে পড়েছেন, বেশ বুদ্ধিমান।

উনি কি আপনার পিতামহ?
হ্যাঁ, উনিই দুর্লভ সিংহ।
যাঁর নামে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত?
বাঘ অবিশ্যি এককালে থাকলেও ঠাকুরদার আমলে ছিল না। তবে হ্যাঁ, ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন। এবং শেষফুলি অত্যাচারী।
তা হলে চা-কফির পাট উঠিয়ে দেননি আপনার বাবা?
আলবাত দিয়েছেন।
নেসক্যাফে, আমার কাপ সঙ্গে করে নিয়ে আসি। সকাল-সন্ধে একতলায় বসে খাই। তাই আপনাদের জন্য গেলাস, কিছু মনে করবেন না।
মনে কেন করব? এ তো খাঁটি মাদ্রাজি সিস্টেম। কোমলা বিলাসে এইভাবে কাঁসার পাত্রে কফি খেয়েছি।
ঠক
টক
ঠক
টক
টক
আপনার বাবা বুঝি খড়ম ব্যবহার করেন?
সেটাই স্বাভাবিক? নয় কি?
এই ঠগির গামছা ছাড়া আর কী থেকে আপনার ধারণা হল যে, আপনার বাবার জীবন বিপন্ন?

তোমার পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অতএব প্রস্তুত থাকো।
এটা এসেছে ৫ অক্টোবর। আমি আসার দু'দিন আগে। পোস্ট করা হয়েছিল কাটোয়া থেকে। এখান থেকে যে কেউ গিয়ে ডাকে ফেলে আসতে পারে।
কিছু মনে করবেন না, পূর্বপুরুষের পাপটা কী, সে ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন?
বুঝতেই তো পারছেন। একটা জমিদার বংশের ইতিহাসে অন্যায়ের তো কতরকম দৃষ্টান্ত থাকতে পারে। কোন পাপের কথা বলছে কী করে বলি বলুন? দুর্লভ মল্লিকই তো কতরকম অত্যাচার করেছেন প্রজাদের উপর।
এটা রাখতে পারি?
নিশ্চয়ই।
পুলিশে খবর দিলেন না কেন?
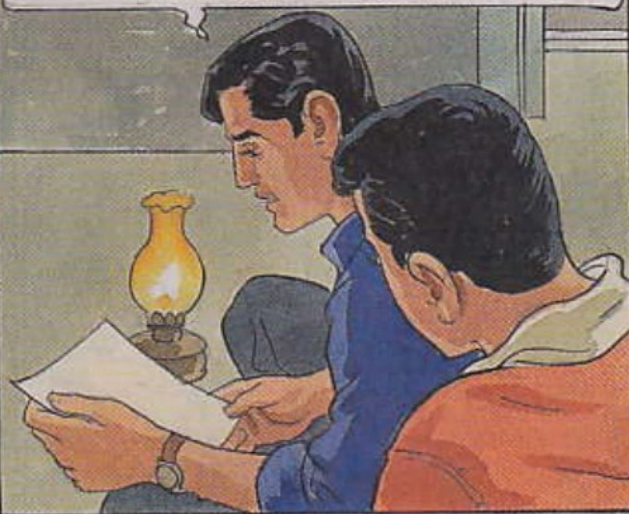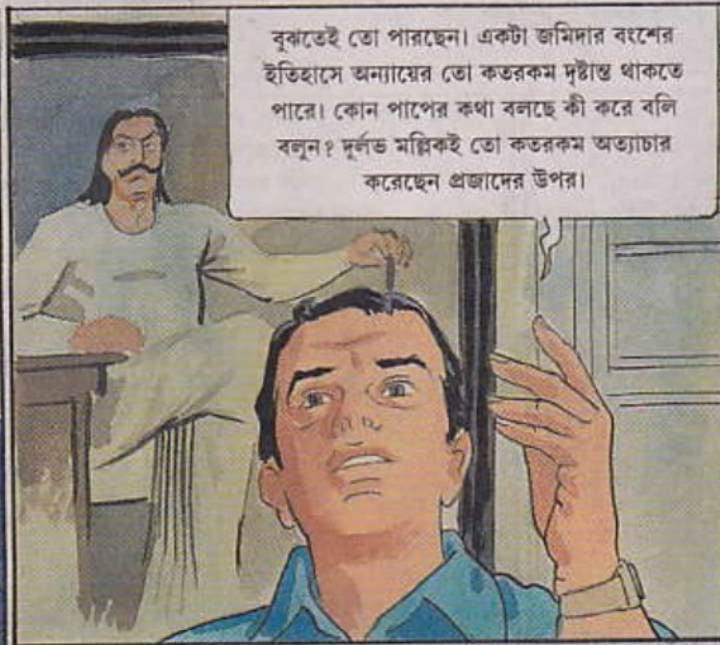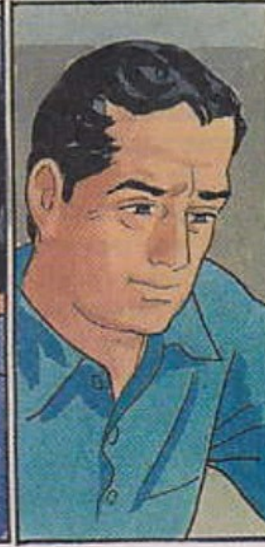
দু'টো কারণে। এক, এখানে আপনাকে কেউ চিনবে না। তাই যে লোক হুমকি দিচ্ছে সে সাবধানতা অবলম্বন করার তাগিদ অনুভব করবে না।
দুই, পুলিশ এলে প্রথমে আমাকে সন্দেহ করবে। বাবার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের পর থেকে আমার সঙ্গে তাঁর বনিবনা নেই।
...এটা ঠিক যে ইলেকট্রিক শকের ফলে বাবা মানসিক শকও পেয়েছিলেন সাংঘাতিক।
পাঁচ বছর আগে। আমি আর বাবা আপিস থেকে ফিরে একসঙ্গে ঘরে ঢুকি। অন্ধকারে বাতি জ্বালতে গিয়ে...
ঘটনাটা কবে ঘটে?
একটা খোলা তারে বাবার হাত আটকে যায়। বাইরে ছিল মেন সুইচ। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অফ করি। তবু কেন জানি বাবার ধারণা হয় যে, আমি ব্যাপারটা আরও তাড়াতাড়ি করতে পারতাম।
...যাই হোক, এখানে এলেই কথা কাটাকাটি হয়। একবার তো রেগে গিয়ে একটা জ্বলন্ত ল্যাম্প ছুড়ে ফেলে দিই। ফরাসে আগুন-টাগুন ধরে কেলেঙ্কারি ব্যাপার! খবরটা রটে যায়। তারপর থেকে সবাই জানে, শ্যাম মল্লিকের সঙ্গে ছেলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক।
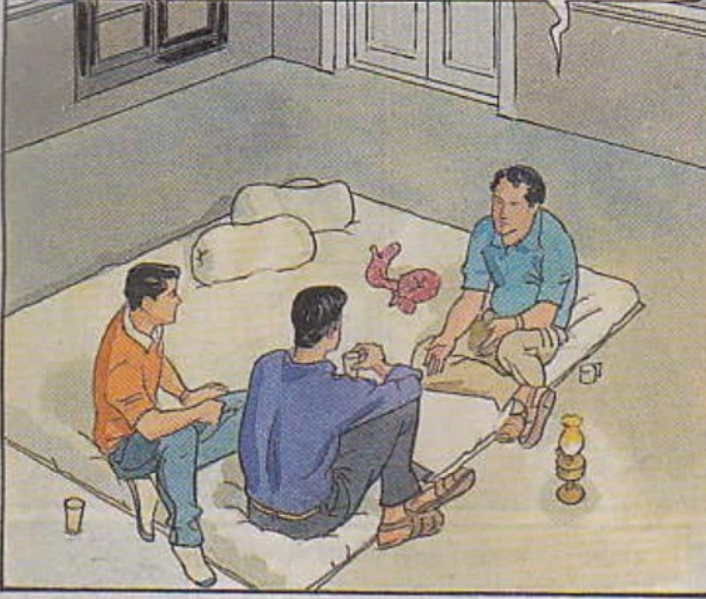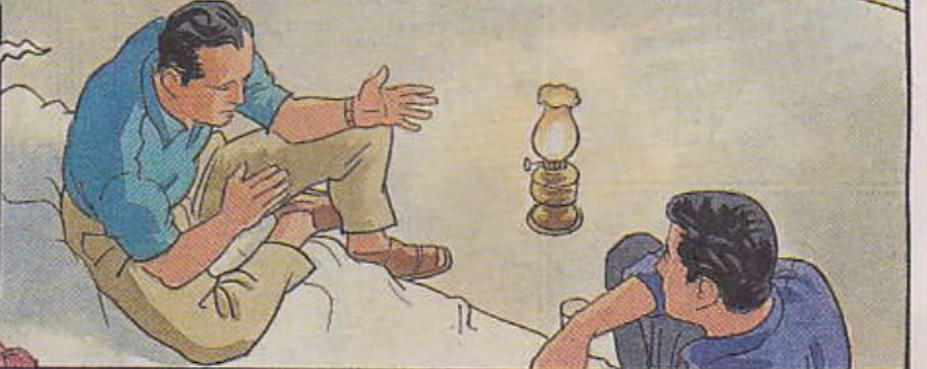
...অবিশ্যি আপনাকে ডাকার আর-একটা কারণ হল আপনার খ্যাতি। একজন আধুনিক শহুরে মানুষ সমস্যাটা...

আরও ভাল বুঝতে পারবে মনে হয় আমার। আপনি বাবার সঙ্গে কি একবার দেখা করতে চান?
সেটা হলে মন্দ হত না।

এটাও লুকিয়ে আনা।
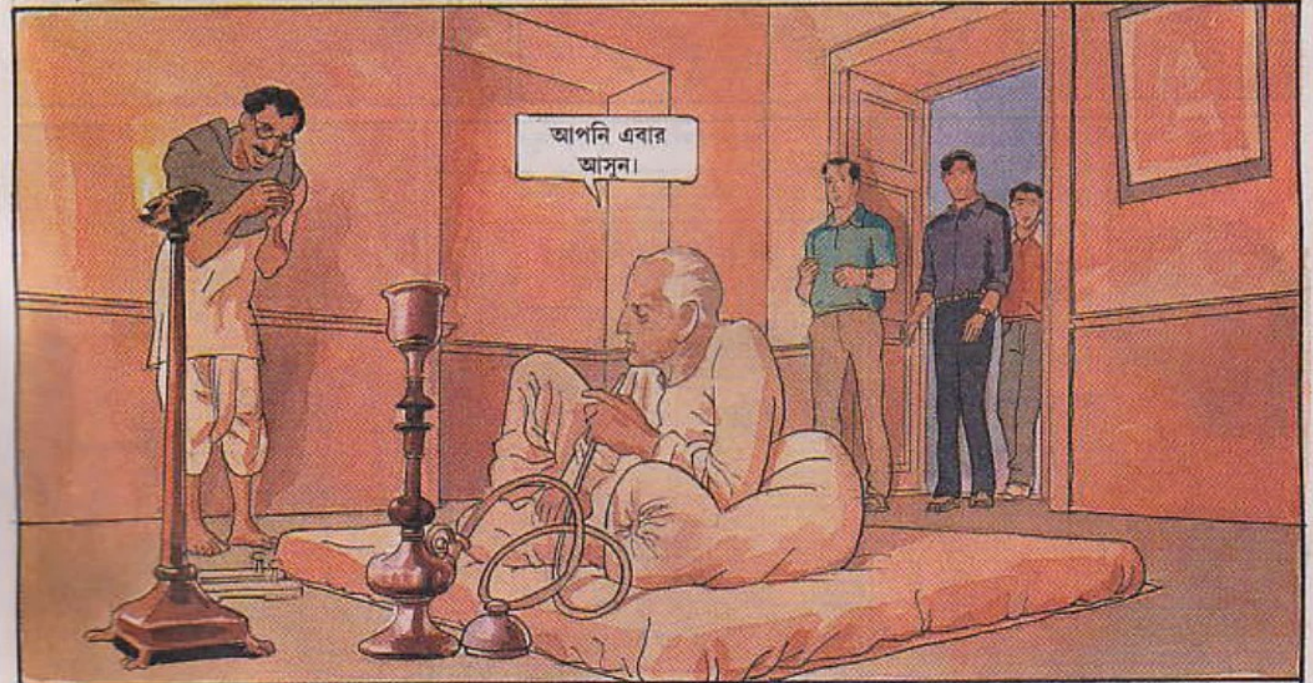
আপনি এবার আসুন।

কবিরাজমশাই, তারক চক্রবর্তী!
হেঁ হেঁ।

বাবা, ইনি প্রদোষচন্দ্র মিত্র... গোয়েন্দা... কলকাতা থেকে...।

এই চক্রান্তের কিনারা গোয়েন্দার কম্মো নয়। শত্রু ঘরেই আছে। একথা দুর্লভ মল্লিকের আত্মা বলে দিয়েছেন। কাগজে লেখা আছে। আত্মা ত্রিকালজ্ঞ। জ্যান্ত মানুষ সাহেবি কেতাব পড়ে তার চেয়ে বেশি জানবে কী করে?

তুমি কি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়েছিলে?
আমি যাব কেন? সে এসেছিল। আমি ডেকেছিলাম। আমাকে এইভাবে বিব্রত করছে কে, সেটা আমার জানার ছিল। এখন জেনেছি।

কবে এসেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু?
তুমি আসার আগের দিন।
কই, তুমি তো আমাকে বলোনি?

দুর্লভ মল্লিকের আত্মা কী লিখে গিয়েছেন সেটা দেখা যায় কি?
তোমার বয়স কত হল?
বত্রিশ।
এই বয়সে এত আস্পর্ধা হয় কী করে? সে লেখার আধ্যাত্মিক মূল্য জানো তুমি? সেটা কি যাকে-তাকে দেখাবার জিনিস?
আমায় মাপ করবেন। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম আপনার সংকট থেকে কোনও মুক্তির উপায় আপনার পরলোকগত পিতা বলেছেন কি না?
সেটার জন্য কাগজটা দেখবার কী দরকার? আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। মুক্তির উপায় একটাই, শত্রুকে বিদায় করো।
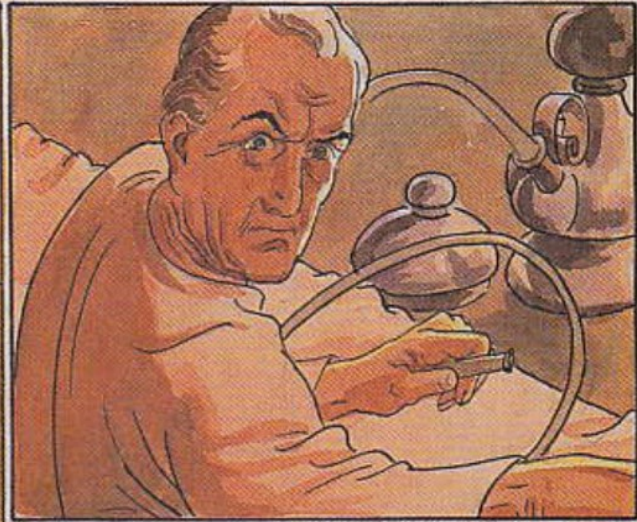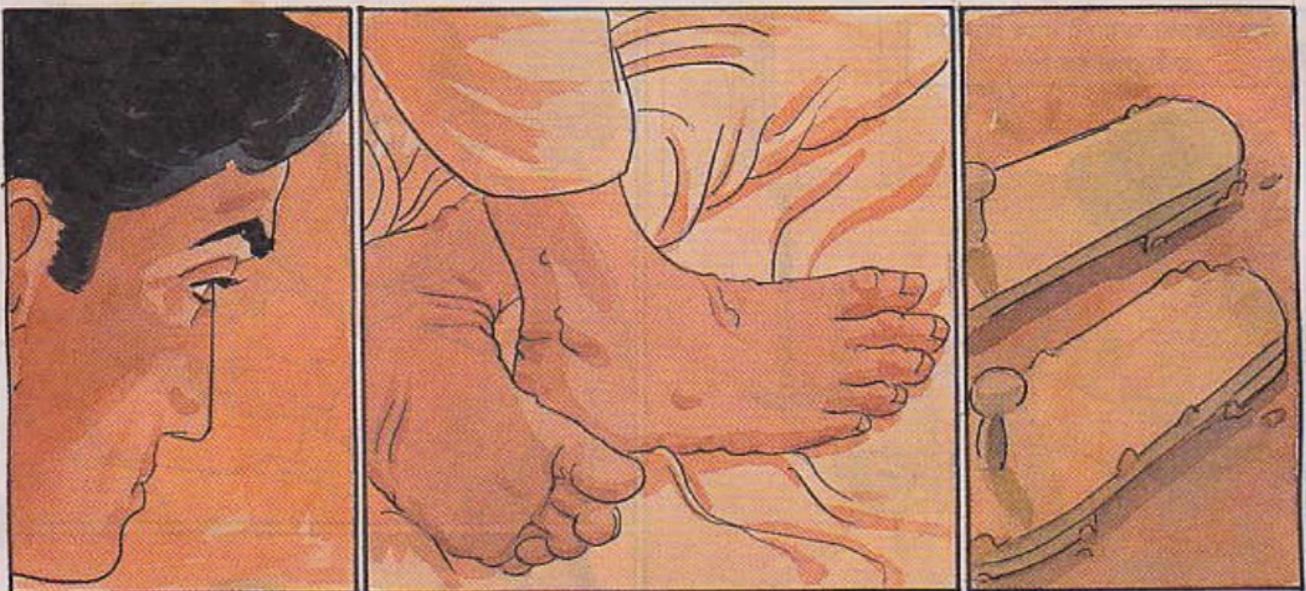
তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?
আমি কি তোমাকে আসতে বলেছি কোনও দিন?
বাবা, তুমি আমার চেয়ে ভোলানাথবাবুর উপর বেশি আস্থা রাখছ? ...ওঁর বাবা খাজনা দিতে দেরি করায় দুর্লভ মল্লিকের লোক গিয়ে তাঁর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আর...
মুর্খ! ও তখন ছিল শিশু। ঘটনার ষাট বছরে সে প্রতিশোধ নেবে আমাকে হত্যা করে? শুনলে লোকে হাসবে সেটা বুঝতে পারছ না?

আপনাকে যেভাবে অপমানিত হতে হল, তার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত।
গোয়েন্দাদের এসব ব্যাপারে লজ্জাবোধ থাকে না জীবনবাবু। এখানে এসে আদৌ আপশোস হচ্ছে না। আপনি চিন্তা করবেন না।
হুমকি-চিঠি পড়ে ভোলানাথবাবুর কথা মনে হচ্ছে বলেই কিন্তু সন্দেহটা আরও বেশি করে আপনার উপর পড়ছে।
এগুলো যখন আসে আমি তখন কলকাতায় মিঃ মিত্তির।
আপনার কোনও অনুচর যে নেই এখানে, সেটা কী করে জানব জীবনবাবু?
আপনিও আমাকে সন্দেহ করছেন?
আমি এখনও কাউকেই সন্দেহ করছি না। কাউকেই নির্দোষ ভাবছি না। ভোলানাথবাবু কীরকম লোক?
অত্যন্ত বিশ্বস্ত। স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু তা বলে আমার উপর সন্দেহ পড়বে?
জীবনবাবু, এখন আমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে হবে। অপরাধীকে রক্ষা করার রাস্তা আমার জানা নেই, কিন্তু যে নির্দোষ তাকে আমি বাঁচাবই।
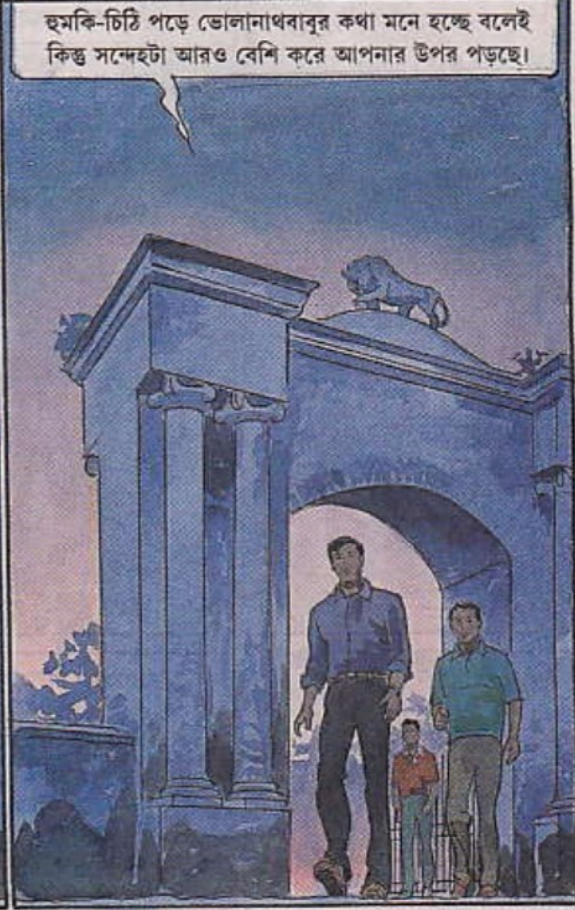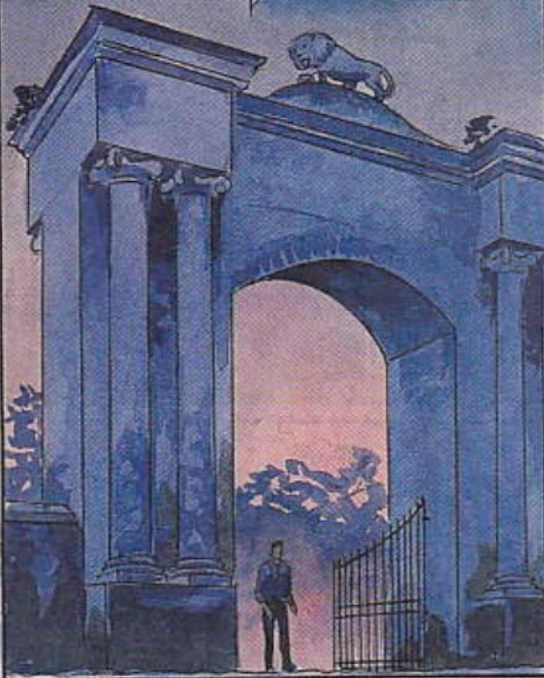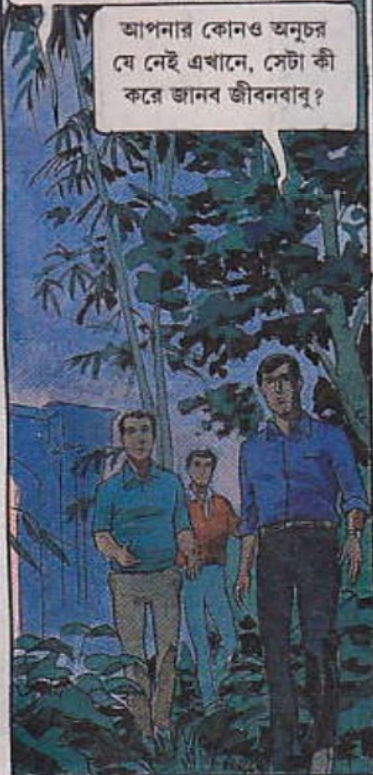
আপনার বাবা খালি পায়ে হাঁটাহাটি করেন বাড়ির বাইরে?
বাড়ির ভিতরেই করেন না, তো বাড়ির বাইরে। এটা চিরকালের ব্যাপার।
উনি মশারি ব্যবহার করেন না?
এখানে সবাই করেন। কেন বলুন তো?
ওঁর সর্বাঙ্গে অসংখ্য মশার কামড়ের চিহ্ন দেখলাম।
তাই বুঝি? আমি জানি মশারি ব্যবহার করেন।
তা হলে বোধ হয় ফুটো আছে। একটু দেখবেন তো।
পুঁ উ উ উ ও!
আবার দেখা হবে।
পুঁ উ উ
কে রে, কে ওখানে?
ভাবতে পারেন... যারা এসেছিল, প্রায় বিশজন আমার ফিফটি পার্সেন্টের বেশি বই পড়েছে।
চলুন... একবার আত্মারামের দর্শনটা করে নিন। বাদুড়ে-কালী না হয় কাল দেখা যাবে।
বাদুড়ে-কালী?
এখানকার আর-একটা অ্যাট্রাকশন। যে বাঁশবন দিয়ে এলেন, তারই ভিতরে দু'শো বছরের পুরনো বিগ্রহ নেই। এখন বাদুড়ের বাসা হয়ে পড়ে আছে।

এই আত্মারামবাবুটি এ গাঁয়েরই লোক?
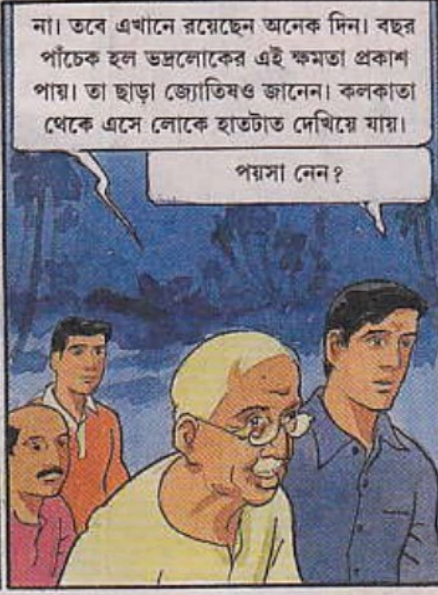
না। তবে এখানে রয়েছেন অনেক দিন। বছর পাঁচেক হল ভদ্রলোকের এই ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তা ছাড়া জ্যোতিষও জানেন। কলকাতা থেকে এসে লোকে হাতটাত দেখিয়ে যায়।

পয়সা নেন?

তা নেন। আত্মা নামান সোম আর শুক্কুরে, আজ শুধু দর্শনটা করিয়ে আনব।

যে উপন্যাসটা ছক কেটেছি, গোয়টেমালায় ফেলব ভাবছিলাম, এখন দেখছি গোঁসাইপুর প্রেফারেবল।

তাও তো ঠগির ফাঁসটা দেখেননি!

ঠগির ফাঁস?
গামছার এক কোণে গেরো দিয়ে পাথর বেঁধে পথচারীদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করে সর্বস্ব লুট করে নিত।

সেই গামছা শ্যামলালবাবুর ঘরে ফেলে গিয়েছে কেউ। আর মৃগাঙ্কবাবু ওখানে গিয়ে আত্মা নামিয়ে বলে এসেছেন, শ্যামলালের শত্রু ঘরেই আছে।

তা হলে মানতেই হবে, ওঁর মতো গুণী মানুষ দেখা যায় না।

এখানেও কারেন্ট নেই দেখছি!
আবছা আলোয় আত্মা সহজে নামে!

কলকাতা থেকে এলেন এঁরা, আমার বন্ধু। নিয়ে এলাম। গোঁসাইপুর কাকে নিয়ে গর্ব করে সেটা জানা উচিত।
সন্ধশশী বন্ধুটি কোন জন?
?

আজ্ঞে, ওই নামে তো
কেউ...
শু শ শ!
?
প্রদোষচন্দ্র মিত্র আমার নাম।
বুঝলে তুলসীচরণ, কিছুদিন পরে আর আত্মার প্রয়োজন হবে না। নিজের মধ্যেই ত্রিকালদর্শনের শক্তি অনুভব হচ্ছে। অবিশ্যি আরও সময় লাগবে।
ওঁর পেশাটা কী বলুন তো?
সেটা আর বলার দরকার নেই।
শুক্রবার আর-একবার নিয়ে আসব এঁদের। আজ দর্শনটা করিয়ে গেলাম।
সূক্ষ্ম সাল শস্যের কাজে এসেছেন আপনি, এ কথা আপনি ছাড়া আর কেউ বুঝবে কি? আপনি অকারণে বিচলিত হচ্ছেন।
চতুর লোক। এঁর পসার জমবে না তো কার জমবে?
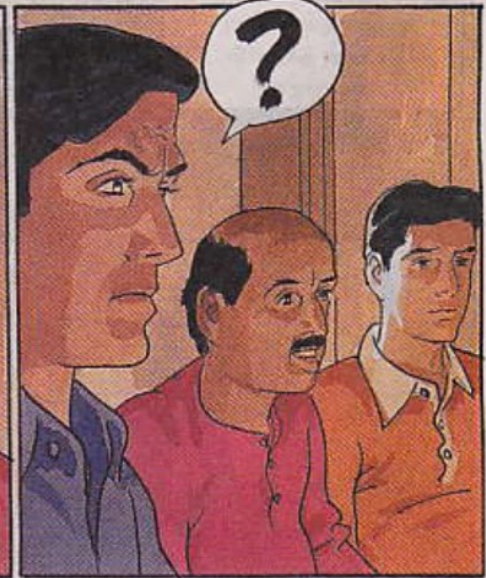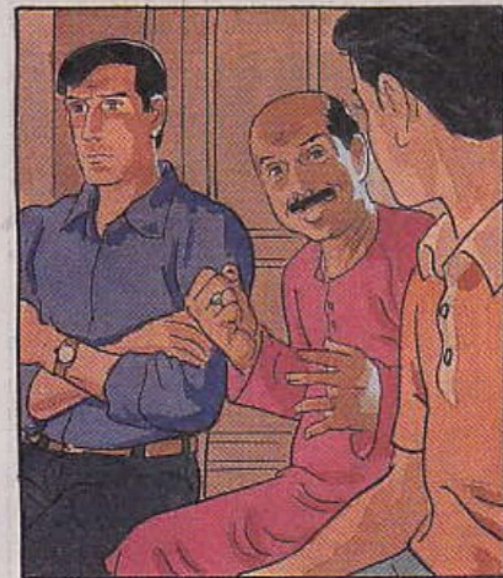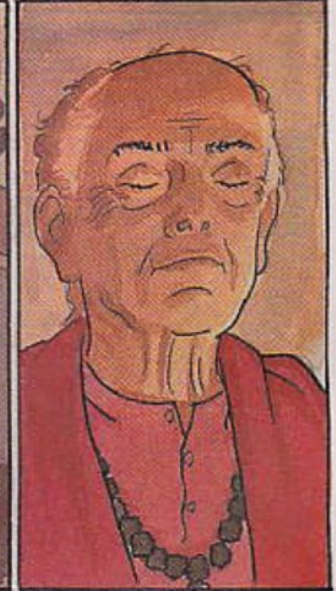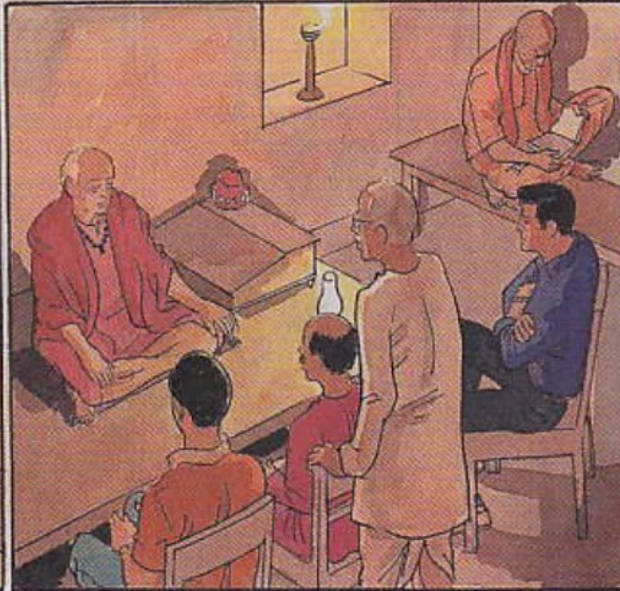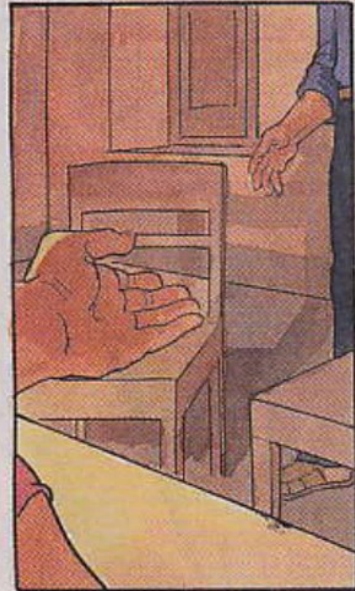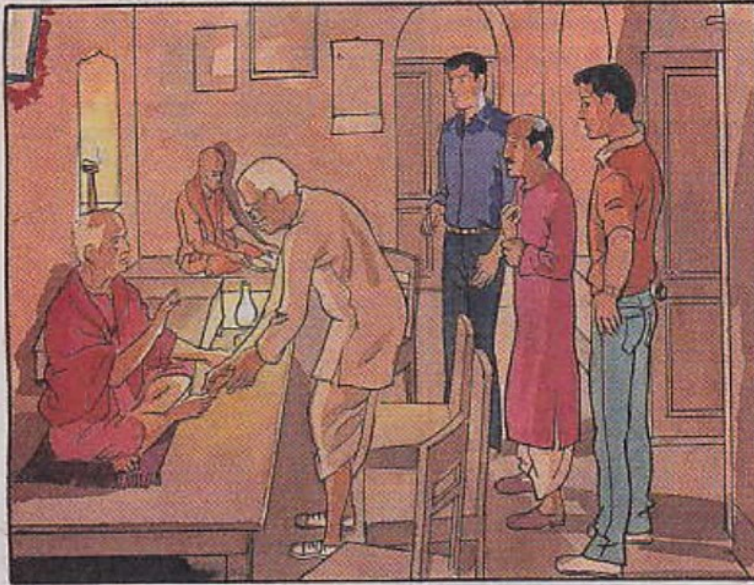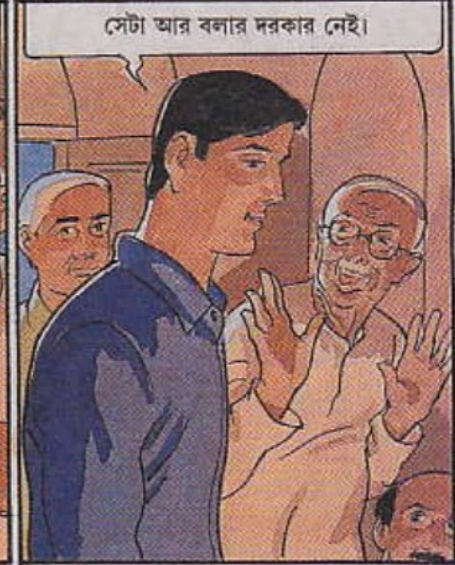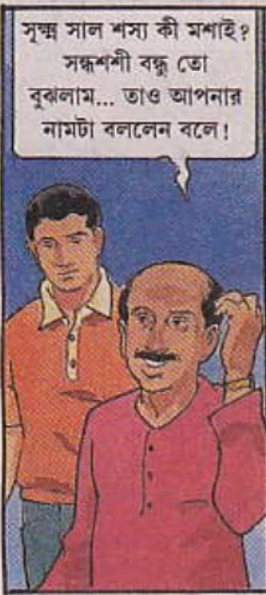
সূক্ষ্ম সাল শস্য কী মশাই? সন্ধশশী বন্ধু তো বুঝলাম... তাও আপনার নামটা বললেন বলে!

সূক্ষ্ম হল অণু। সাল—দন্ত্য 'স' হল সন, আর...
শস্য হল ধান!
তিনে মিলে...
অনুসন্ধান!

ডান দিকে যে বসে ছিল সে কে?
নিত্যানন্দ। মৃগেনবাবুর ভাগ্নে... আত্মা নামানোর ব্যাপারে মামাকে সাহায্য করে।
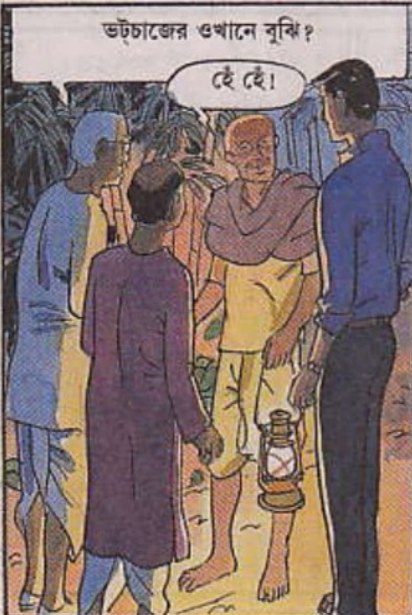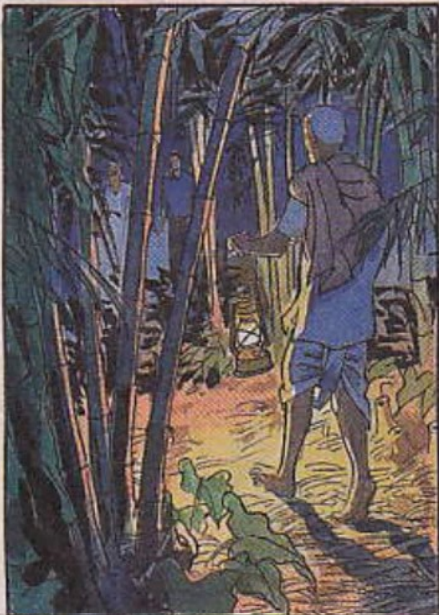
ভট্‌চাজের ওখানে বুঝি?
হেঁ হেঁ!

ভোলানাথবাবু, শ্যামলালবাবুর ম্যানেজার।

রান্না সব ঠিক আছে তো? নুন, ঝাল?
গঙ্গার রান্নার হাত খুব ভাল।

সংবর্ধনার স্পিচটা তৈরি করে রাখব! একটা লণ্ঠন... বাতি জ্বালালে এদের আবার...
বেশ তো! গঙ্গা দিয়ে আসবে।
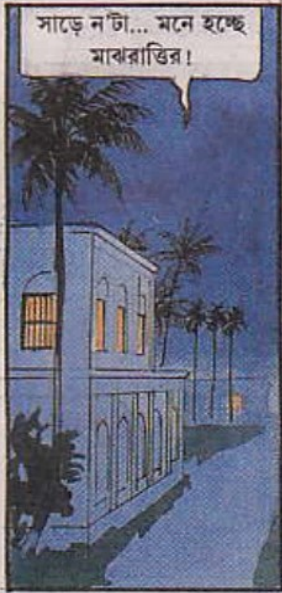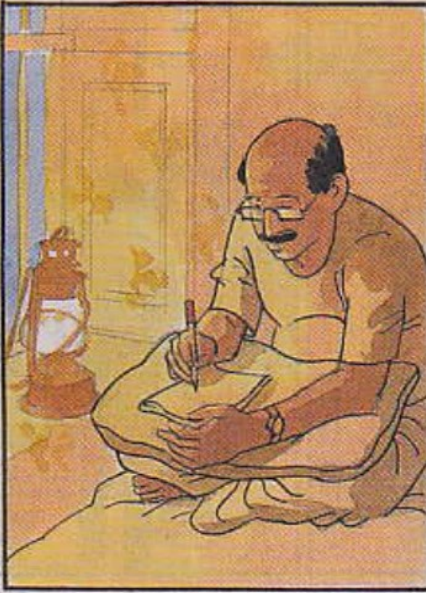
সাড়ে ন'টা... মনে হচ্ছে মাঝরাত্তির!
তোমার নাম আর পেশা কী করে বলে দিল বলো তো?
অনেক লোকের অনেক পিকিউলার ক্ষমতা থাকে, যার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।
আমাকে এভাবে ইগনোর করল কেন বলুন তো?
সারা গাঁয়ের লোক আপনাকে অভ্যর্থনা দিতে চলেছে। আর একটি লোক আপনার নামে হেঁয়ালি বাঁধল না বলে আপনি মুষড়ে পড়লেন?
তা হলে বোধ হয় আমার নাম থেকে হেঁয়ালি হয় না, তাই!
রক্তবরণ মুগ্ধকরণ নদীপাশে যাহা বিঁধলে মরণ।
?
কীরকম, কীরকম?
রক্তবরণ মুগ্ধকরণ নদীপাশে যাহা বিঁধলে মরণ।
দাঁড়ান। ...রক্তবরণ, লাল। আর মুগ্ধকরণ...।
মোহন!
ইয়েস। লালমোহন। কিন্তু গাঙ্গুলি? ওহো নদী হল গাঙ, আর গুলি বিঁধলে মরণ! ওঃ, ব্রিলিয়ান্ট মশাই! কী করে যে আপনার মাথায় এত আসে জানি না। স্পিচটা তৈরি হলে একটু দেখে দেবেন তো?
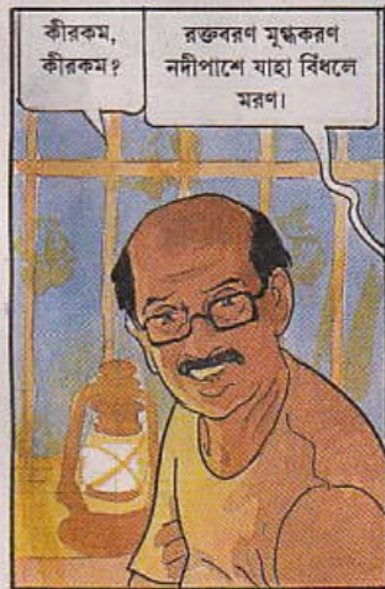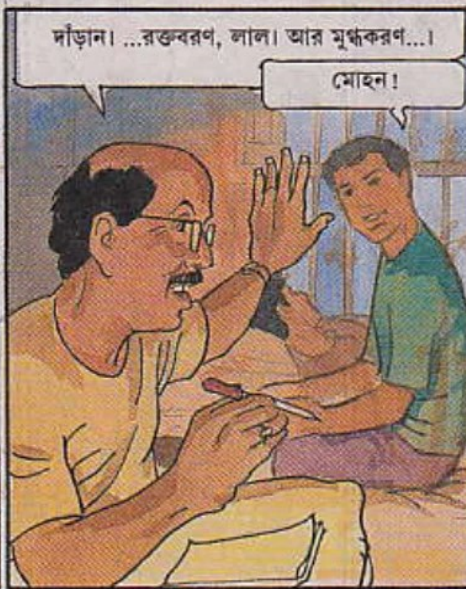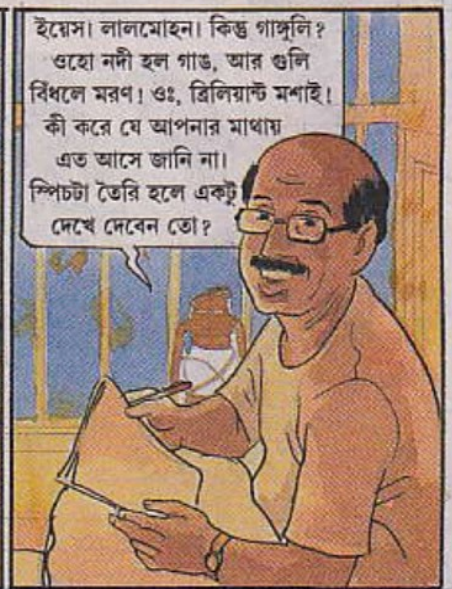
ঘর থেকে দেখি, আপনারা আসছেন...
নতুন কোনও খবর আছে?
না।
আপনাদের বাগানটা একটু দেখা যায়?
নিশ্চয়ই!
বাগান দেখাশোনা হয়?
ওই ভোলানাথবাবুই যা দেখেন।
কে রে, কে ওখানে?
!
কেউ না ঠাকুরমা, আমরা!

ও, তোরা! আমি রোজই যেন দেখি, কারা ঘুরঘুর করে ওখানে।
ওঁর দৃষ্টিশক্তি কেমন?
খুবই কম! এবং তার সঙ্গে মানানসই শ্রবণশক্তি!
...দেখা মানে... ওই আমের সময় ভোলানাথবাবু লোক ডাকিয়ে বাড়ির জন্য কিছু রেখে বিক্রি করে দেন!
ভোলানাথবাবুকে একবার ডাকতে পারেন?
ঠিক আছে, আপনারা বসুন!
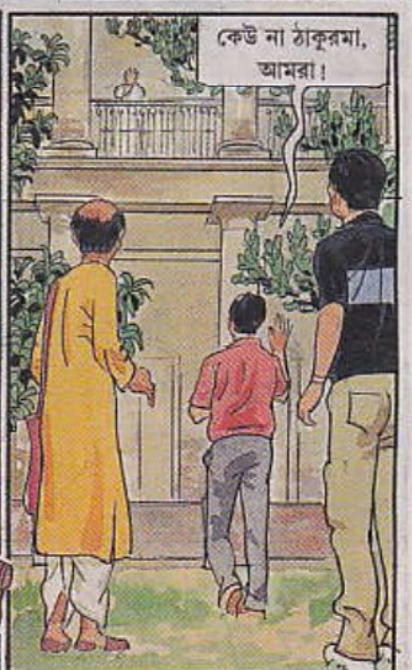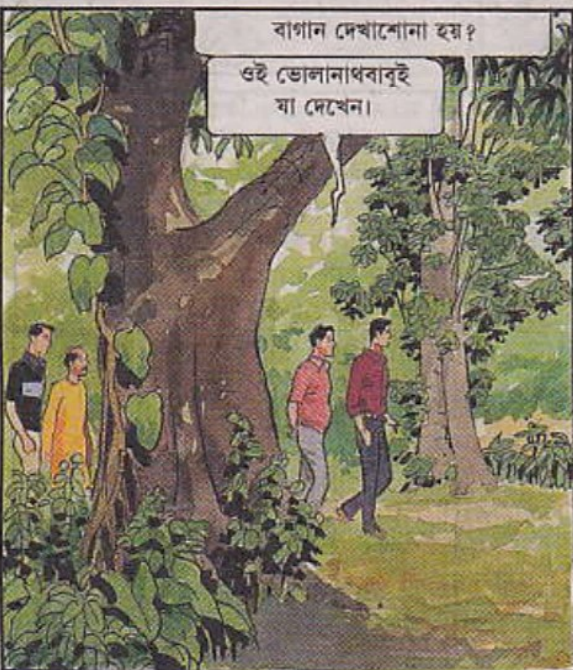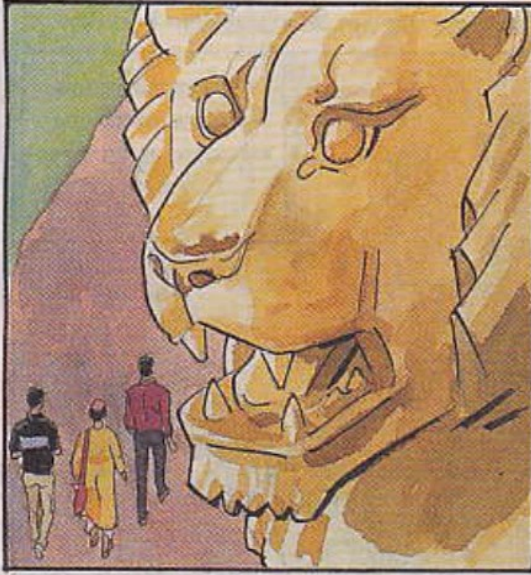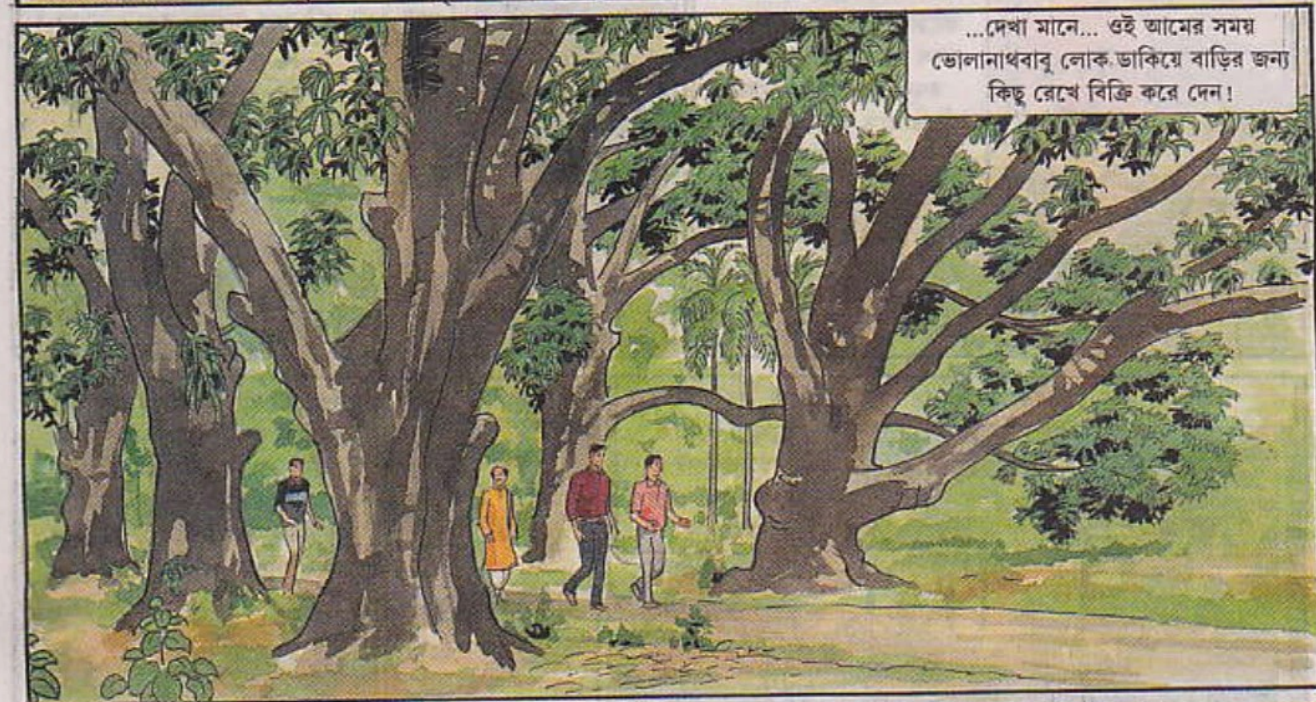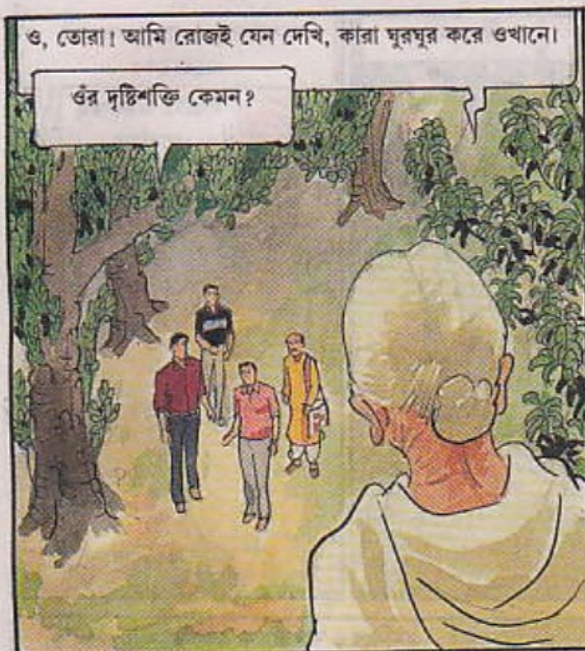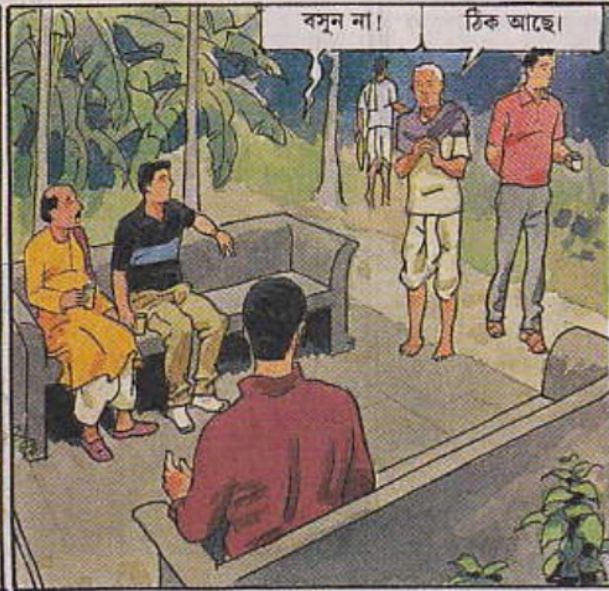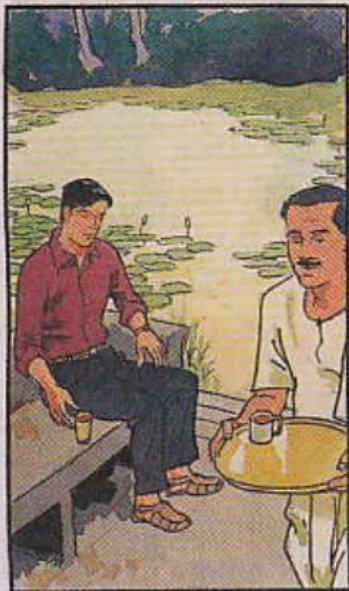
বসুন না!
ঠিক আছে।
মৃগাঙ্কবাবু এখানে একবারই এসেছেন?
সম্প্রতি একবারই এসেছেন
আগে?
আগেও এসেছেন কয়েকবার। কাটোয়া থেকে আষাঢ় মাসে মদন গোঁসাই-এর দল এল। তখন মৃগাঙ্কবাবুই তাদের নিয়ে এসে কর্তাকে কেত্তন শুনিয়ে যান।
এ ছাড়া?
এমনিতেও বারকয়েক একা আসতে দেখেছি। কর্তা একটা কুষ্ঠি ছকে দেওয়ার কথা বলেছিলেন।
সে কুষ্ঠি হয়েছে?
আজ্ঞে, তা বলতে পারব না।
এবার যে এলেন, ব্যবস্থা কে করল?
আজ্ঞে, কর্তার নিজেরই ইচ্ছে ছিল, আর কবরেজমশাইও বললেন। আর আমিও বলেছিলাম।
আপনার তো যাতায়াত আছে ভট্চাজ বাড়িতে। ভক্তি হয়?
ওঃ!
আজ্ঞে, কী আর বলব! আমার মেয়ের নাম ছিল লক্ষ্মী। যেমন নাম তেমনই মেয়ে। এগারোয় পড়তে না-পড়তে ওলাউঠোয় চলে গেল। মৃগাঙ্কবাবু শুনে বললেন, সে কেমন আছে জানতে চাও নিজের কথায়?

সেই মেয়েকে নামিয়ে আনলেন ভট্‌চাজমশাই। মেয়ে বললে, ভগবানের কোলে সে সুখে আছে। তার কোনও কষ্ট নাই। মুখে বললে না... কাগজে লেখা হল।
এ বাড়িতে আত্মা নামানোর সময় আপনি ছিলেন?
ছিলাম। বাইরে। মাঠাকরুন যেন জানতে না পারেন, বলে দিয়েছিলেন কর্তামশাই। তাই পাহারায় ছিলাম।
ঘরের ভিতরে কে কে ছিলেন?
ভট্‌চাজমশাই, কর্তামশাই আর নিত্যানন্দ।
কিছু শুনতে পাননি?
আজ্ঞে, দশ মিনিট চুপচাপ থাকার পর মধু সরকারের বাঁশবনের দিক থেকে যখন শিয়াল ডেকে উঠল, সেই সময় যেন কর্তামশাই বললেন, 'কেউ এলেন?' তারপর কিছু শুনিনি।
দুর্লভ মল্লিকের লোক আপনাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, সেকথা মনে পড়ে?
তা পড়ে।
আপনার মনে আক্রোশ নেই?
এখন মাথাটা ঠিক নেই তাই! নইলে কর্তামশাইয়ের মতো মানুষ ক'জন হয়? যদি অনুমতি দেন...
...একবার ভট্‌চাজমশাইয়ের ওখানে...!
আপনি আসুন।

কিছু বলবেন কি?
আপনি কিছুটা অগ্রসর হলেন কিনা জানার আগ্রহ হচ্ছে।
ভোলানাথবাবুকে ভাল লাগল।
কে রে?
কে ওখানে?

কাউকে দেখলেন?
দেখলাম...
চেনার মতো স্পষ্ট নয়।
একটা খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল...
দেখতে হবে।
?!
?
গুপ্তধন!
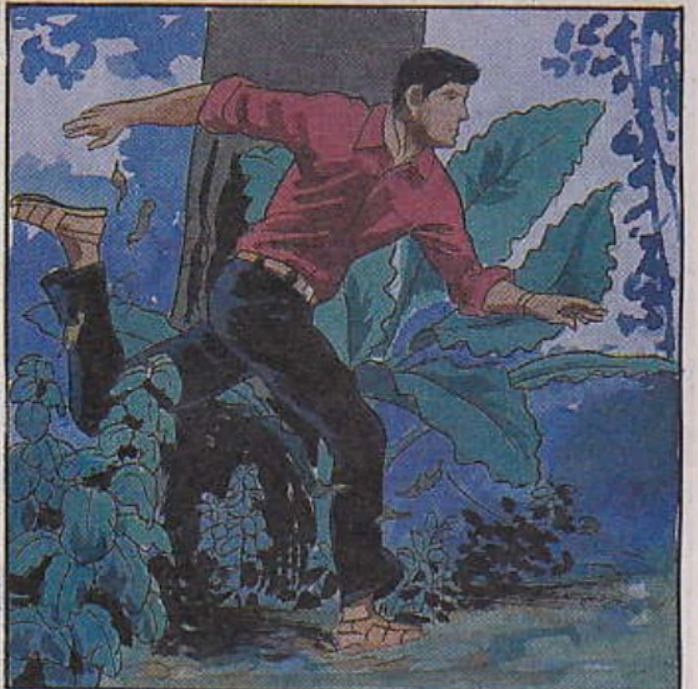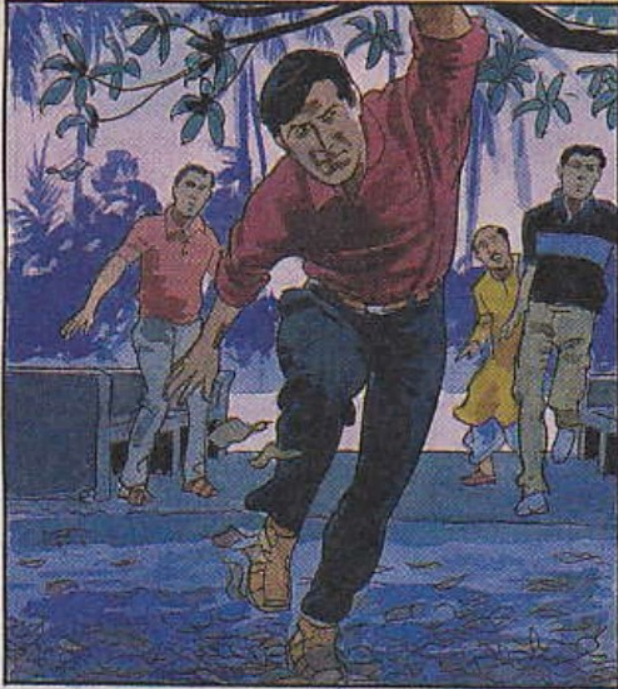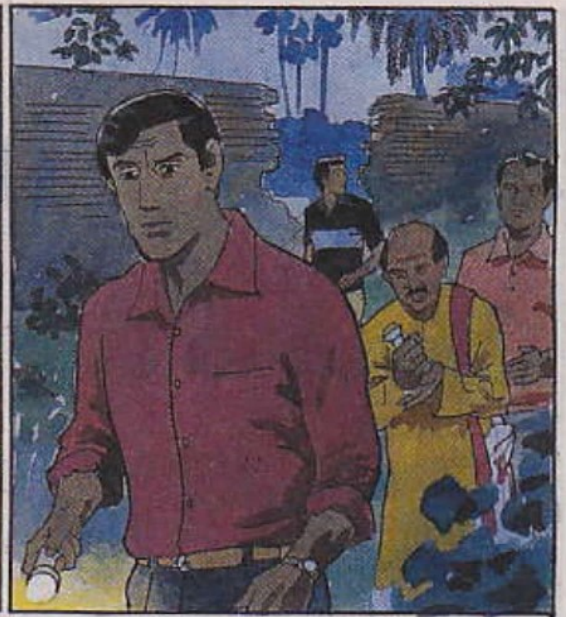
আমাদের বংশে কস্মিনকালেও গুপ্তধন সম্বন্ধে কোনও কিংবদন্তি ছিল না।
সে সম্বন্ধে বাইরের লোক টের পেয়ে গেল?
লক্ষ করুন, এ গর্ত যেখানে খোঁড়া হয়েছে, সেখানে কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু খুঁড়ে... পুঁতে, মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। ঘাস আর মাটির মধ্যে স্পষ্ট লাইন বোঝা যাচ্ছে।
জীবনবাবু, আমরা এই ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।
চলুন, বাড়িতে গিয়ে ডেটল লাগিয়ে দেব।
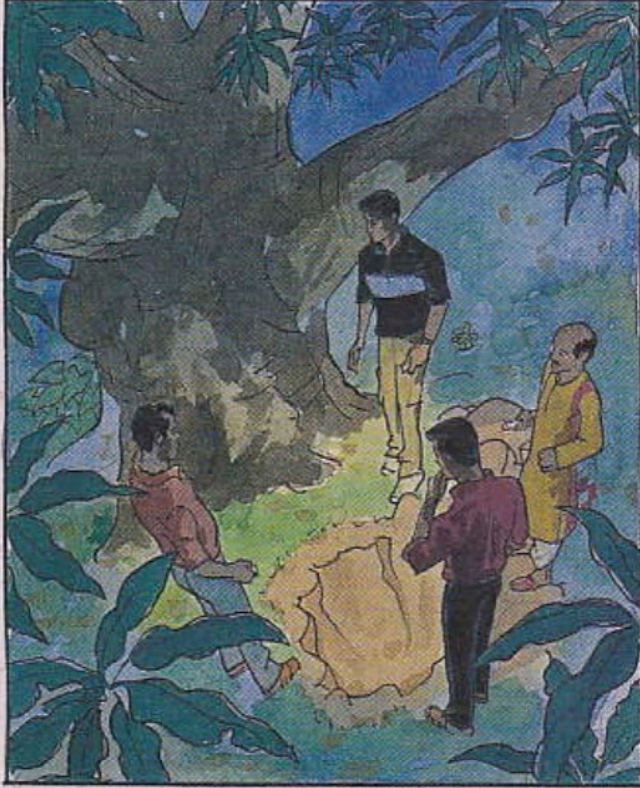
বেশ কাহিল লাগছে!
অন্ধকারে বনেবাদাড়ে ছোটাছুটি কি সহজ কথা!

বালিশে মাথা রাখব আর ঘুমোব...

হা আ আ!

তুলসীবাবু, আপনি যদি একজন মহৎ লোককে একটা লোকঠকানো ফন্দি বাতলে দেন...

...আর সে লোক যদি সে ফন্দি কাজে লাগায়, তা হলে তাকে কি আর মহৎ বলা চলে?

ওরে বাবা, আমি

মশাই, এসব হেঁয়ালি-টেঁয়ালিতে একেবারেই অপটু। তবে হ্যাঁ, মহৎ লোক অত নীচে নামবেন কেন? নিশ্চয়ই নামবেন না?

নিন, পান খান।

ধন্যবাদ!

গঁর র র
ফ স স স
ডাক মমম!

ঠাকুরদা, আপনি?
হ্যাঁ রে, আমি!
এই দ্যাখ, কেমন রোমাঞ্চকর মালা দিলাম তোকে।
অ্যাঁ আ আ অ!
?
বাপ রে বাপ, কী স্বপ্ন! দেখলুম ঠাকুরদা হরিমোহন গাঙ্গুলিকে। একটা সংবর্ধনা সভায় আমায় মালা পরিয়ে দিলেন! ফুলের নয়, রক্তবর্ণ নরমুন্ড দিয়ে গাঁথা!
এমন চমৎকার ব্রাহ্ম মুহূর্তে আপনি এসব উদ্ভট স্বপ্ন দেখছেন?
আপনার ওই রক্তবরণ, আত্মারাম আর সংবর্ধনা মিলে জগাখিচুড়ি হয়ে গিয়েছে!
মিত্তিরমশাই!
সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে!

কী হয়েছে?
ডাকাত পড়েছে! সিন্দুক খালি! কর্তামশাইয়ের হাত-পা, মুখ বেঁধে রেখেছিল!
আমাকেও বেঁধেছিল। সকালে ছোটবাবু খুলে দিলেন। আপনি শিগগির আসুন।
বাঁধলি যদি তো মেরে ফেললি না কেন?
চাবি থাকত কোথায়?
কর্তামশাইয়ের বালিশের তলায়।
আপনার ঘর কোথায়?
দোতলাতেই।

ওরা ক'জন ছিল বলতে পারেন?
আজ্ঞে, অন্তত দু'জন ছিল।
জীবনবাবু? উনি কি পুলিশে খবর দিতে গেলেন নাকি?
আজ্ঞে, আমাকে বলেই তিনি বাইরে বেরিয়ে ছিলেন বটে। তারপর তো...!

ও মশাই!
দেখেছি! ওটা দিয়ে জীবনবাবুকে খুন করা হয়েছে।
সর্বনাশ!
এখন বিচলিত হলে চলবে না। আপনি চলে যান ভদ্রলোকের সঙ্গে। এখানে পুলিশের ঘাঁটিতে গিয়ে খবর দিন।
কিছুক্ষণ আগেই এ কীর্তিটা হয়েছে। সে লোক হয়তো এখনও এ-তল্লাটেই আছে। ভাল কথা, মল্লিকমশাই যেন খুনের কথাটা না জানেন।

আমি সাইকেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব!

এদিকটায় বাড়ি নেই...।

ওই দেখা যাচ্ছে মন্দিরটা!

কী ব্যাপার? এত সকালে?

আপনি খবর পাননি বোধ হয়? মল্লিকমশাই...।

অ্যাঁ?

উনি সুস্থই আছেন। তবে ওঁর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। আর জীবনবাবু খুন হয়েছেন!

খু খু!

এই পুকুরেই যে ফেলা হয়েছে লাশ, তাতে সন্দেহ নেই।
ও জীবন, ও বাবা জীবন!
তুমি কে বাবা?
জীবনবাবু একটু বেরিয়েছেন। আমি প্রদোষ মিত্র। আপনার কী দরকার বলুন?
তোমাকে তো দেখিনি!
আমি জীবনবাবুর বন্ধু।
তুমিও কলকাতায় থাকো?
আমি দু'দিন আগে এসেছি কলকাতা থেকে।
আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু বলার ছিল আপনার?
কী বলার ছিল মনে নেই বাবা! আমার বড্ড ভোলা মন যে!
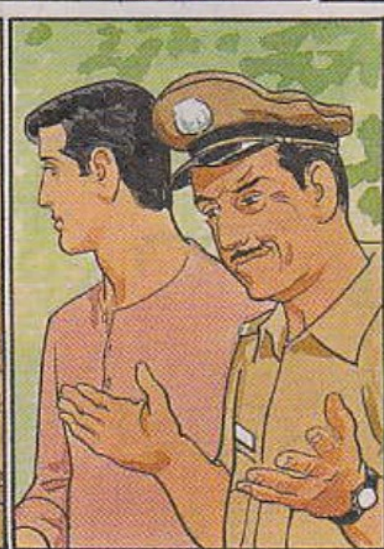
জীবন কোথায় গেল?
আপনি তো চাইছিলেন তিনি কলকাতায় ফিরে যান।
ও চলে গেল! কিসে গেল? পাল্‌কিতে?
পাল্‌কিতে তো আর সবটুকু যাওয়া যায় না। কাটোয়া থেকে ট্রেন ছাড়া গতি নেই। গোরুরগাড়ি বা ডাকগাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই বোঝেন!
তুমি বিদ্রূপ করছ?
শুধু আমি কেন? গ্রামের সবাই করে। যে যুগ চলে গিয়েছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না মল্লিকমশাই!
আপনাদের এই শখের ডিটেকটিভদের কাজে কোনও সিস্টেম নেই। গণেশ দত্তগুপ্ত দেখেছিলাম... যেখানে দরকার অ্যাকশন, সেখানে চোখ কুঁচকে ভাবছে।

আবার যেখানে কাজ করছে তার পিছনে কোনও চিন্তা নেই। লাশটা ছেড়ে যদি যেতেই হয়, তো একটা লোককে পাহারায় বসিয়ে গেলেন না কেন? পিছনের পুকুরে জাল ফেলে যদি বডি না ওঠে...
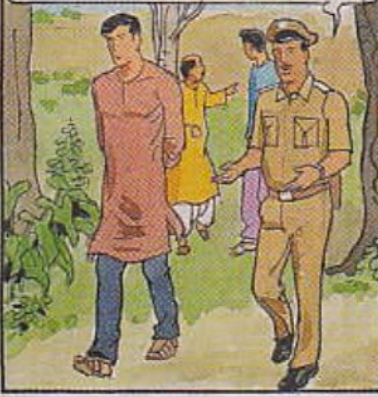
তো ভাবুন... এখানে এগারোটা পুকুর আছে, এসবই আপনার নেগ্‌লিজেন্সের জন্য।
আপনি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন?
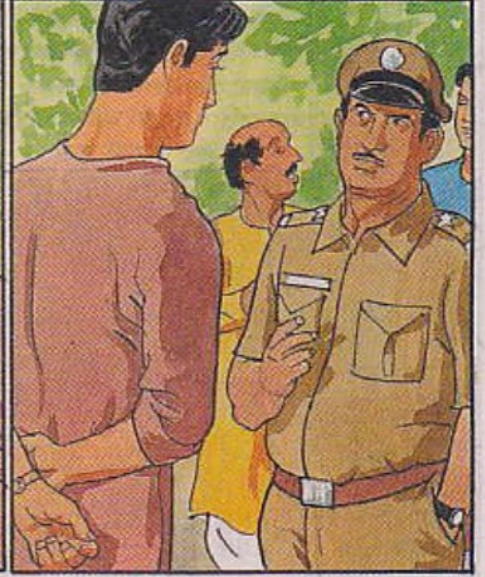
আপনি সিরিয়াস বলে খ্যাতি আছে শুনেছিলাম। এখন দেখছি সেটাও ভুল।
জিজ্ঞেস করছি। কারণ, আপনারা যদি খুনি ধরতে না পারেন তা হলে আমাকে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হতে হবে।

আপনি নিজে তা হলে হোপলেস ফিল করছেন বলুন?
এই খুনের তদন্ত আমার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু ডাকাতকে ধরতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

আপনি ডেডবডি আর জ্যান্তবডি তফাত করতে পারেন আশা করি? গলায় ফাঁস দিয়ে মারলে কী কী পরিবর্তন হয়, সেটা জানা আছে আপনার?
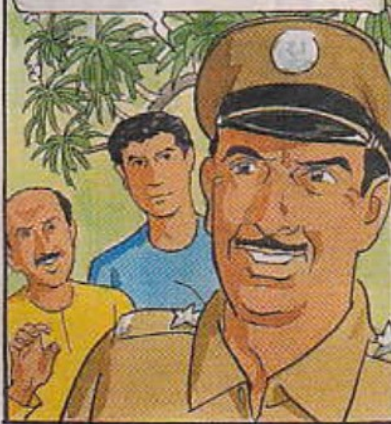
পুলিশে চাকরি নেওয়ার কোনও বাসনা নেই। আমি প্রেতাত্মার কথা যখন বলছি, বুঝতেই পারছেন আমার তদন্তের রাস্তাটা একটু স্বতন্ত্র।

কেসটা জলের মতো পরিষ্কার। এই পুরো ঘটনার জন্য দায়ী ভোলানাথবাবু। খুঁজে বের করতে হবে কীভাবে...।
কিন্তু এত টাকা গেল কোথায়?

সে টাকাও খুঁজতে হবে। লাশ পেলে পর আমরা ভোলানাথবাবুকে জেরা করব। তখন সব সুড়সুড় করে বেরিয়ে পড়বে। মল্লিকমশাইকে সব কথা বলতেই হবে।

আজ সন্ধেয় জীবনলালের আত্মা নামানো হবে মৃগাঙ্কবাবুর বাড়িতে। এলে ঠকবেন না।

মৃগাঙ্ক ভট্চাজ কোন বাড়িতে থাকেন বলতে পারেন?
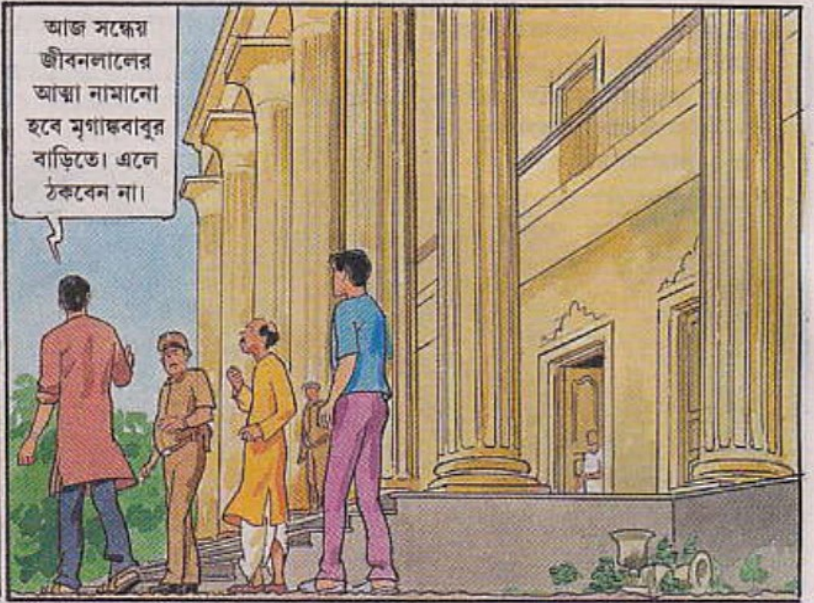
আরও তিনটে বাড়ি পরে ডান দিকে।
ধন্যবাদ!

কিউয়ে দাঁড়াতে পারব না। আমাদের আত্মাকে প্রাইয়রিটি দিতে হবে!

চলুন না, আমি আপনি একসঙ্গে গিয়ে ওঁকে রিকোয়েস্টটা করি। তা হলে জোরটা বেশি হবে।

তোরা বরং একটু বেড়িয়ে আয় না।
নিম দিয়ে দাঁত মেজে দেখবেন...! ঘরে রেখে আসছি। আপনারা বেড়িয়ে আসুন।

শরৎকালের বিকেল! এ তুমি কোথায় পাবে কলকাতায়?
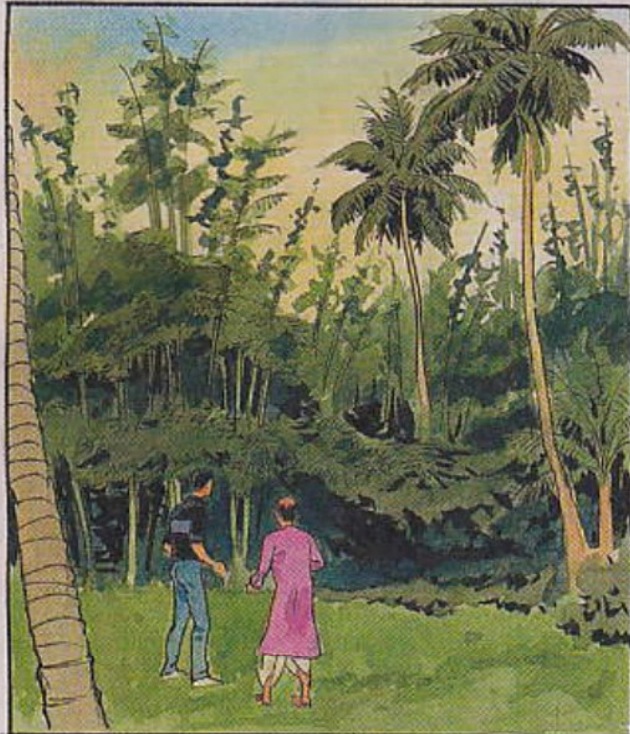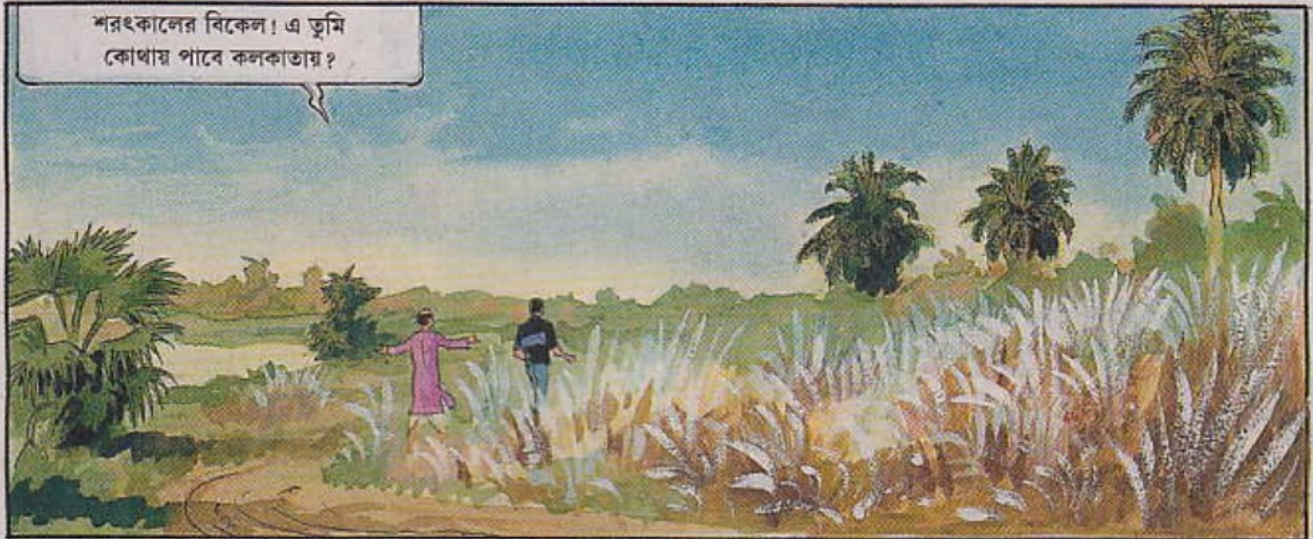
এই সুন্দর পরিবেশেও মনটা...
অন্য কিছু ভাবতে পারছে না!

কী করে ভাববে ভাই তপেশ? কোনও একটা গোপন জায়গায় গলায় ফাঁস দিয়ে, মরা-মানুষের লাশ পড়ে আছে...!

মচচ

কী সৌভাগ্য আমার! আপনাদের ওখানেই তো যাচ্ছিলাম।
আমাদের ওখানে?
আমি বেণীমাধব স্যার, গোঁসাইপুরের একমাত্র মূকাভিনেতা! আমার আর্ট একবার আপনাদের দেখাতে চাই।
ভাল কথা! এমন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল... অ্যাকটিং দেখার মুড থাকে...?
তা যা বলেছেন স্যার! তা আপনারা ক'দিন আছেন তো?
তা দিনতিনেক তো আছিই।
একদিন গিয়ে দেখিয়ে আসব।
ফ্ল্যাট ছাতের উপর সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, ঝড়ের মধ্যে মানুষের অভিব্যক্তি কীরকম হয়, স্যাড থেকে ছ'রকম চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে হ্যাপিতে নিয়ে যাওয়া, সব দেখিয়ে দেব।
তা এদিকে চললেন কোথায়?
কোন দিকে যাওয়া যায় তুমিই বলো না!
বাদুড়ে-কালী দেখেছেন স্যার? সপ্তদশ শতাব্দীর টেম্পল। চলুন, এখনও তো আলো রয়েছে!

http://jhargramdevil.blogspot.com

অমন ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিস কেন? দশ মিনিটের মধ্যে আত্মা নামবে।
একটা... জীবনবাবুর লাশ পড়ে আছে বাদুড়ে-কালীর মন্দিরে।
ভিতরে গেসলেন?
নো স্যার... তবে বিয়ন্ড ডাউট জীবন মল্লিক। পুলিশকে জানাবেন, না খুঁজতে দেবেন?
আমাদের সঙ্গে মূকাভিনেতা বেণীমাধবও ছিল।
ঠিক আছে। সুধাকরবাবু ওখানে আসছেন। খবরটা দিলেই হবে।
উকিলবাবুর ওখান থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।
কোনও আপত্তি করেননি?
রীতিমতো আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমাদের কাজটা আগে করে দেবেন বলেছেন।
এভাবে বাইরে বসিয়ে মশার কামড় খাওয়ানোর...!
প্রায়র অপয়েন্টমেন্ট।
আসুন।
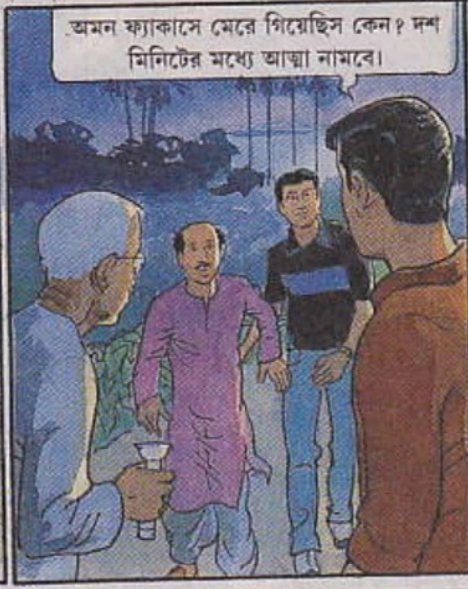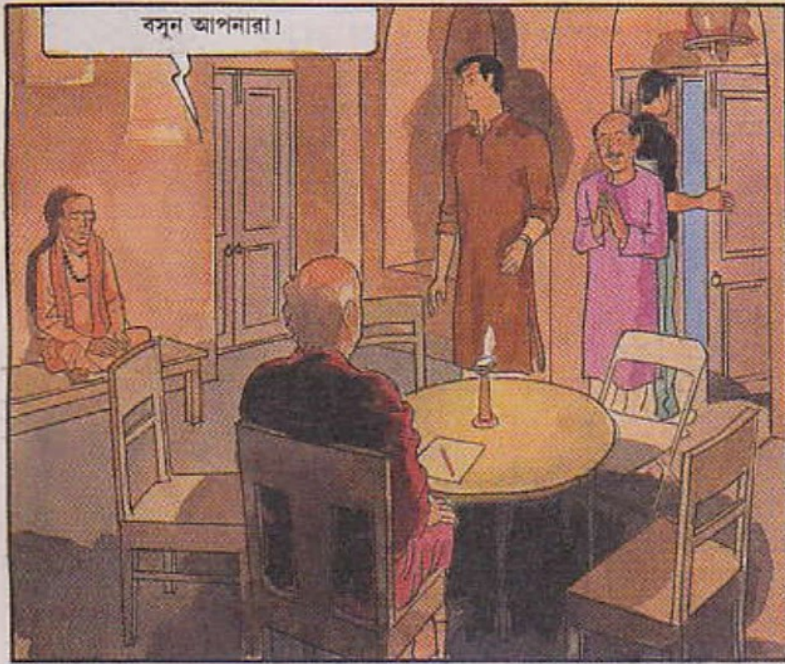
আমি জানতাম। সেদিন আপনাকে দেখেই উপলব্ধি হয়েছিল যে, আমার কাছে আবার আসতে হবে। 'বিজ্ঞান' অর্থ 'বিশেষ জ্ঞান'। পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন হল এই বিশেষ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সুতরাং যাঁরা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তাঁরা এই বিশেষ জ্ঞানকে হেয় জ্ঞান করেন না। আপনারা সকলেই পরলোকগত জীবনলালকে প্রত্যক্ষ করেছেন।
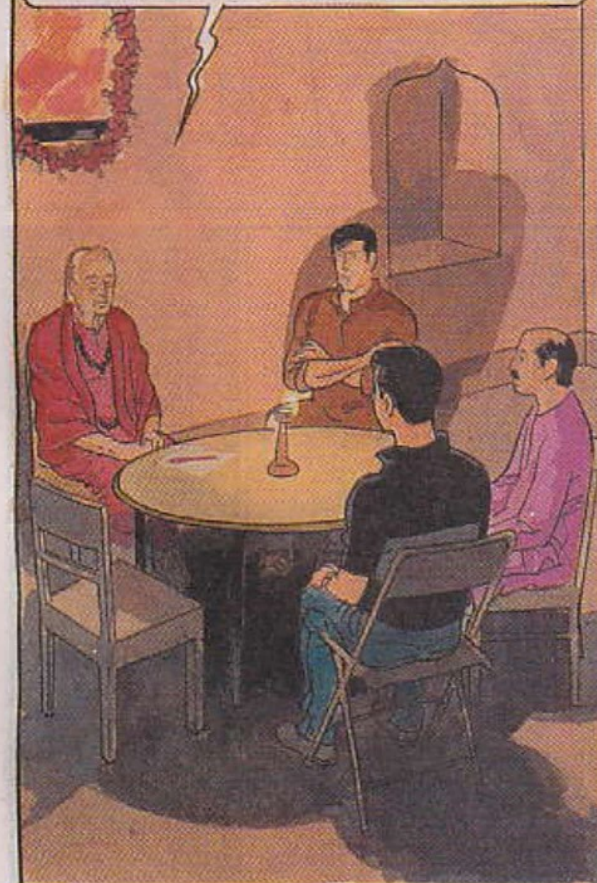
আপনি যা লিখছেন এদের সুবিধের জন্য পরে দিলে আপনার আপত্তি আছে কি?
কোনও আপত্তি নেই। আপনি স্বচ্ছন্দেই লেখা পড়ে শুনিয়ে দিতে পারেন।

আপনার জিজ্ঞাস্য তো একটাই। নয় কি?
তিনটে, ডাকাতের পরিচয়, খুনির পরিচয় এবং কীভাবে খুনটা হল।
উত্তম!

এখনও তো এলেন না।
তুলসীচরণ এ জিনিস অনেক দেখেছে।

কাজ শুরু করে দিই। অনুগ্রহ করে আপনাদিগের প্রত্যেকের হস্তদ্বয় অঙ্গুলি প্রসারিত করে এই টেবিলের উপর স্থাপন করুন।

ঠক ঠক ঠক।

এসেছেন?
আপনি এসেছেন?
এসেছি!
তুমি কোথায় আছ?
কাছেই।
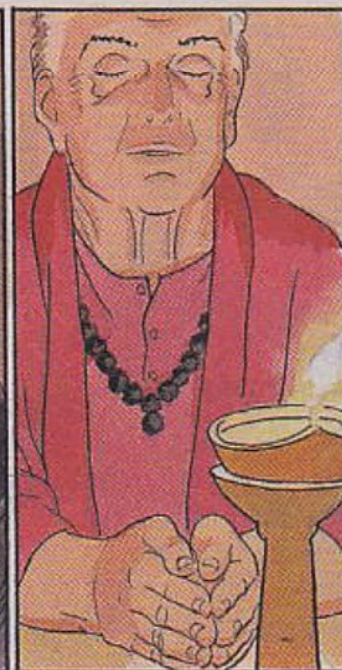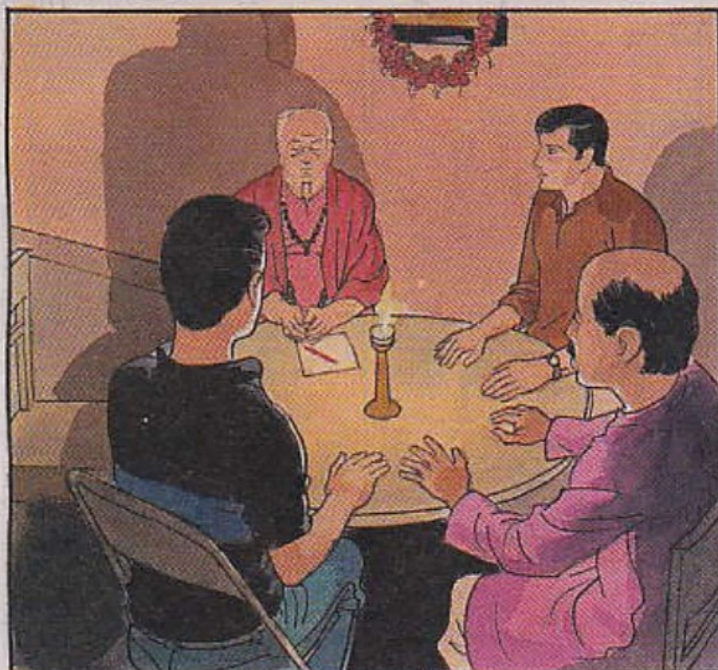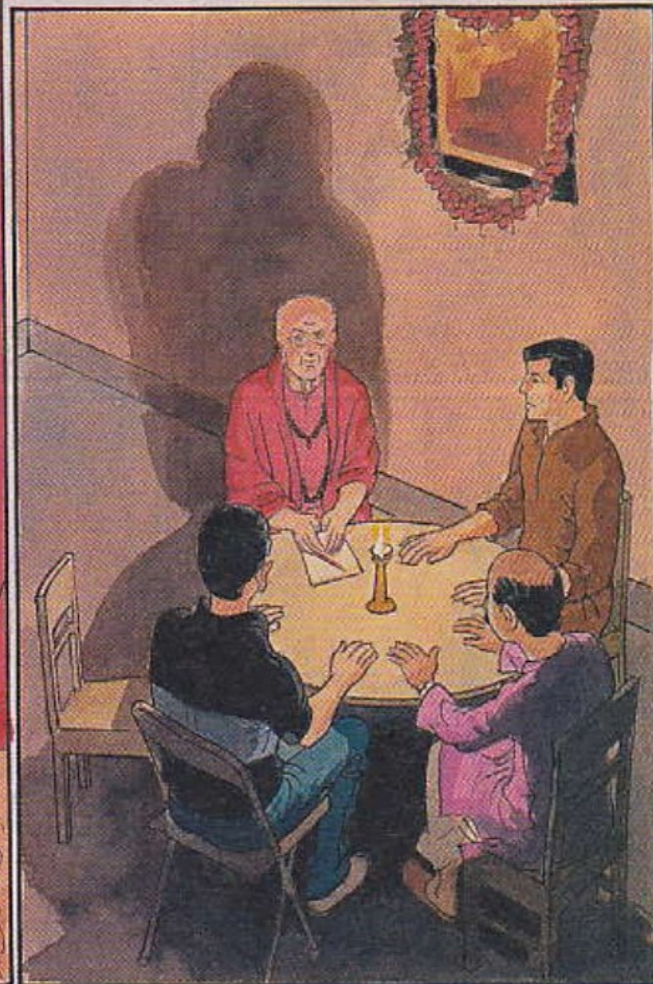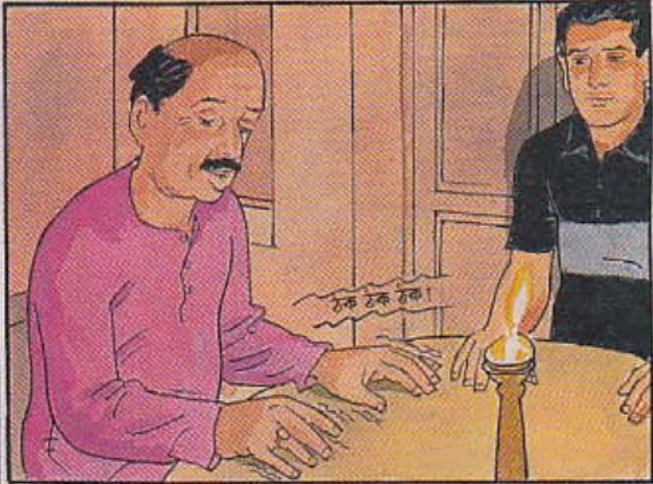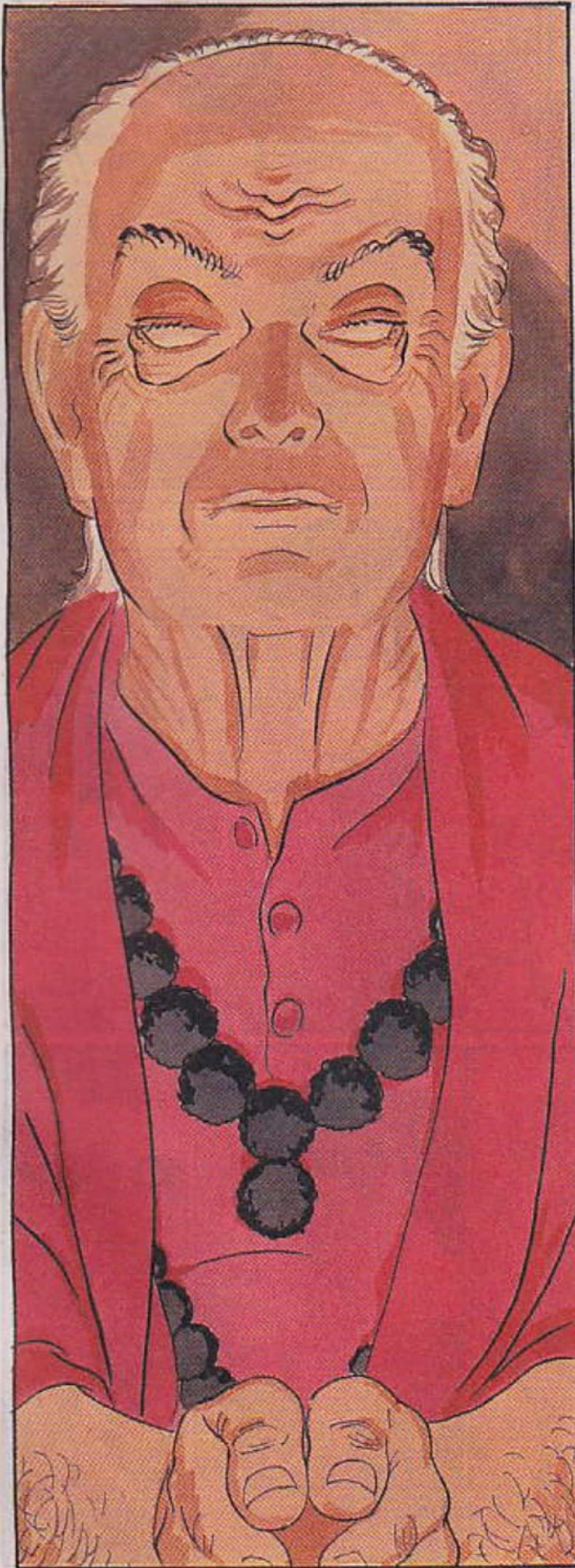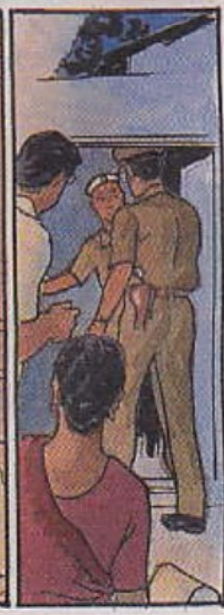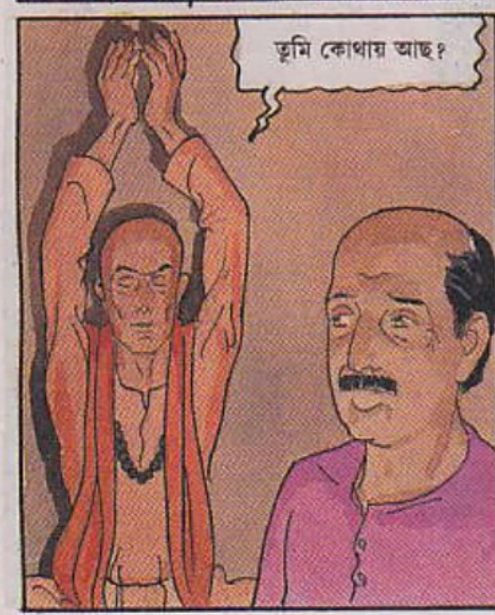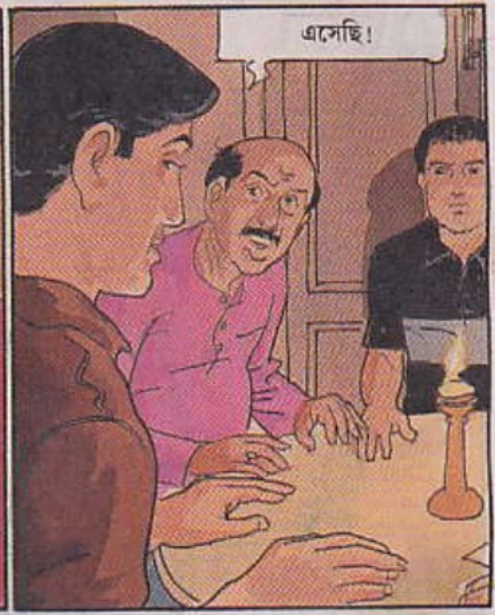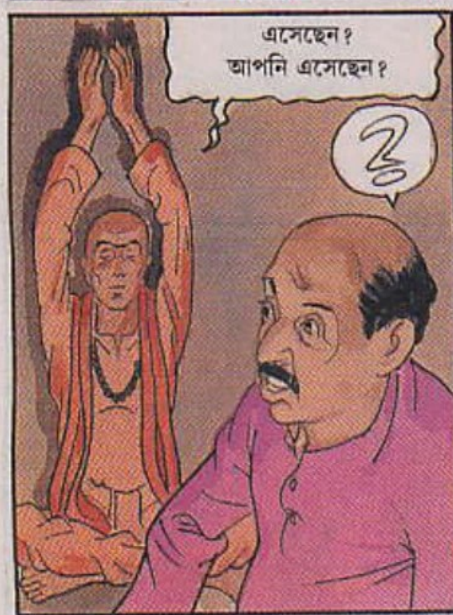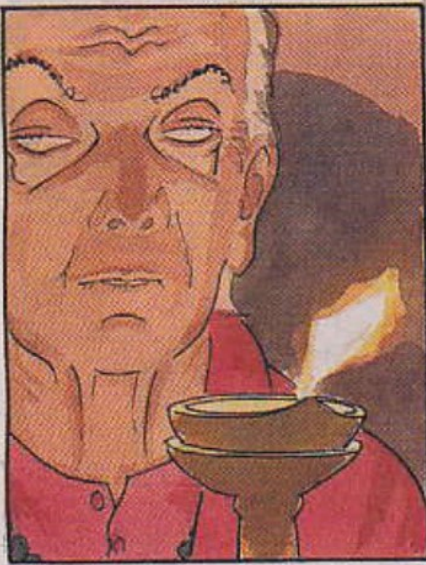
কয়েকটি প্রশ্ন তোমাকে করা হবে সেগুলোর জবাব দিতে পারবে?
পারব।
সিন্দুক খুলে টাকা নিল কে?
আমি।
তোমাকে যে হত্যা করল, তাকে দেখেছিলে?
হ্যাঁ।
চিনেছিলে?
হ্যাঁ।
কে সে?
বাবা!
এতেই হবে।
?
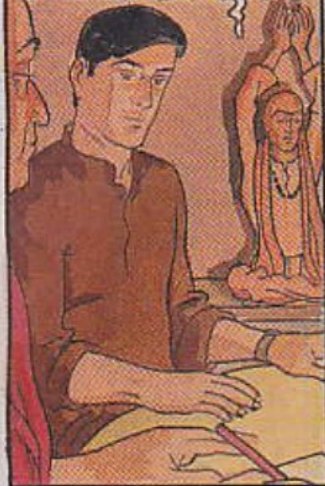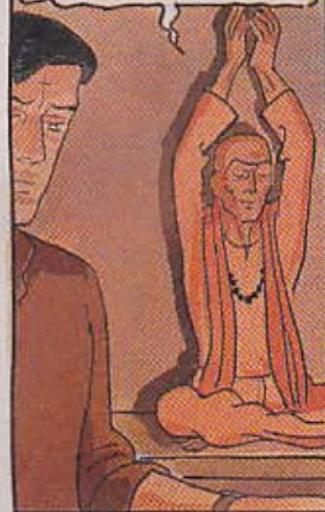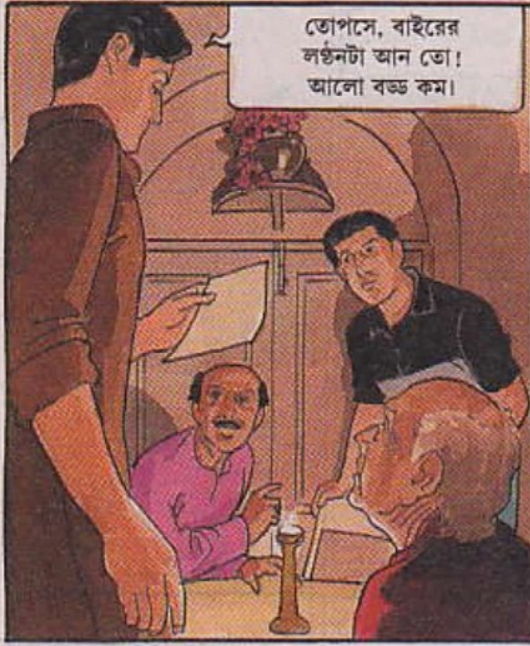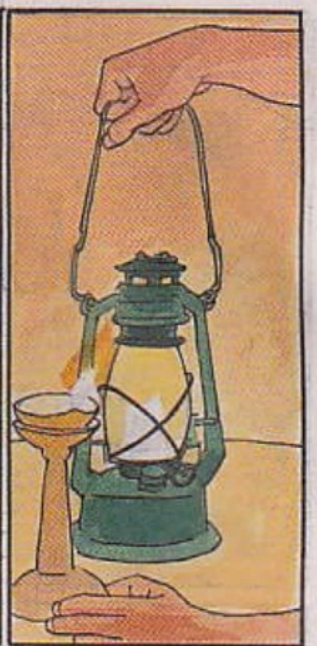
তোপসে, বাইরের
লণ্ঠনটা আন তো!
আলো বড্ড কম।
পুলিশ আসবে কেন... তুমিই বলো না...?
মৃগাঙ্কবাবু, আমার মনে হচ্ছে
আপনার এই আত্মাটি এখনও
ঠিক ত্রিকালজ্ঞ হয়ে উঠতে
পারেনি। কারণ...
...প্রশ্নোত্তরে কয়েকটি গোলমাল পাচ্ছি। সিন্দুক
খুলে টাকা নিল কে? উত্তর হচ্ছে, 'আমি'। কিন্তু
সিন্দুকে তো টাকা ছিল না মৃগাঙ্কবাবু!
টাকা ছিল না বলছি এই
কারণে যে, সিন্দুক খুলেছিল
প্রদোষচন্দ্র মিত্র। জীবনবাবু
এই ব্যাপারে আমাকে
সাহায্য করেছিলেন।
তিনিই মাঝরাত্তিরে
দরজা খুলে আমাকে
ঢুকতে দেন।
ভোলানাথবাবু আর
শ্যামলালবাবুকে বাঁধার
ব্যাপারেও আমাকে
সাহায্য করেন।
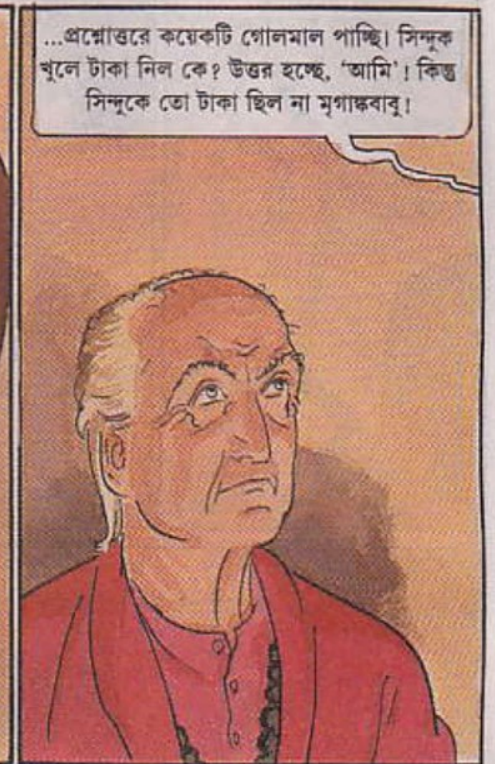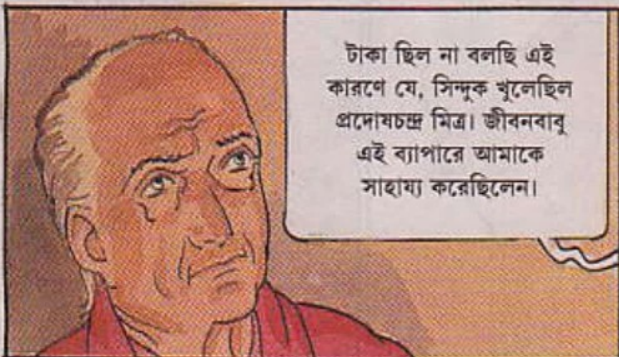
যাই হোক, সিন্দুকে যেটা ছিল সেটা হল...।
এই কাগজটার... ...প্রয়োজন হয়েছিল, কারণ, আপনার সততা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছিল প্রথম সাক্ষাতেই।
কোনও অলৌকিক উপায়ে নয়... ...আমার নাম এবং পেশা আগেই জেনে নিয়েছিলেন তুলসীবাবুর কাছ থেকে।
তাই নয়, তুলসীবাবু?
?!
?
মানে, আপনার মনে, ইয়ে যদি একটু ভক্তিভাব জাগে...।
দোষ আপনাকে দিচ্ছি না। আপনি নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন না।
দুর্লভ মল্লিকের আত্মা এই কাগজে তাঁর ছেলের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নগুলো মুখে করা হয়েছিল, তাই অনুমান করে পুরো ব্যাপারটা শোনাচ্ছি। আমার ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন মৃগাঙ্কবাবু!
এক নম্বর প্রশ্ন: আমার শত্রু কে? উত্তর: ঘরেই আছে।
সে কি আমার মৃত্যু কামনা করে? — না। তবে কী চায়? — টাকা?

এই টাকার উপর লোভ অনেকদিনের আপনার। বিশ্বস্ত ভোলানাথ যদ্দিন আছেন তদ্দিন সিন্দুকের নাগাল পাওয়া অসম্ভব। ঠগির গামছা... চিঠিতে সুবিধে হল না... সেই সময় আশ্চর্য সুযোগ এসে গেল। শ্যামলালবাবুই ডেকে পাঠালেন। বাপ-ছেলের সাপে-নেউলে সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে টাকার বাক্স অবশেষে বের করিয়ে বাগানে আনান!

বাক্সটা পেয়েছি মিঃ মিত্তির।
মণীশ, দাও তো!
কিন্তু খুন? খুন করল কে?
খুন একজনই করেছে, প্রদোষচন্দ্র মিত্র। খুন হয়েছে আপনার ভণ্ডামি, আপনার শয়তানি, আপনার লোভ।
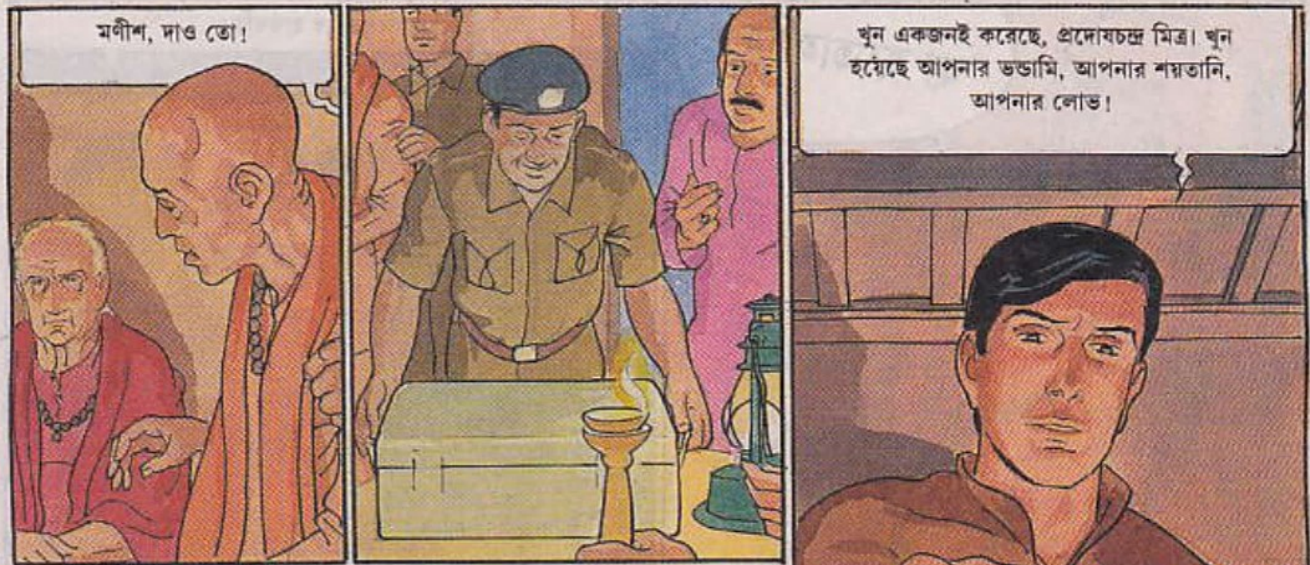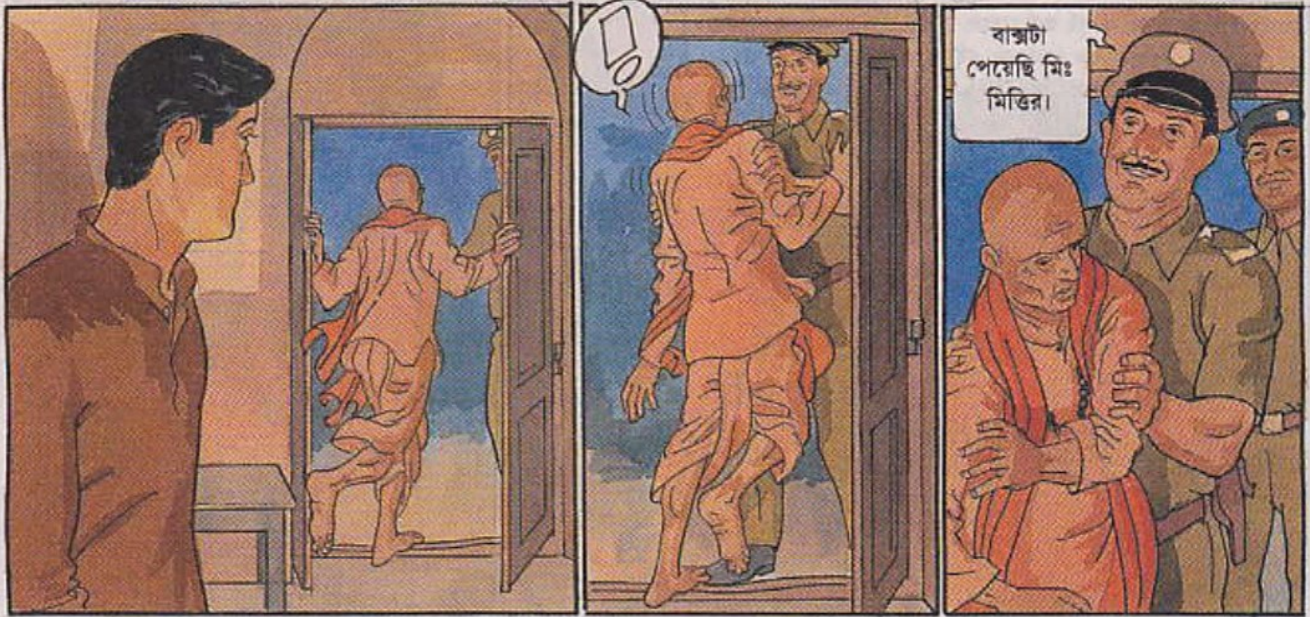
সকলেই জানবে যে, অপূর্ব ক্ষমতাবলে একটি জীবন্ত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোক থেকে ডেকে এনেছেন এই ঘরে। ...আসুন জীবনবাবু!
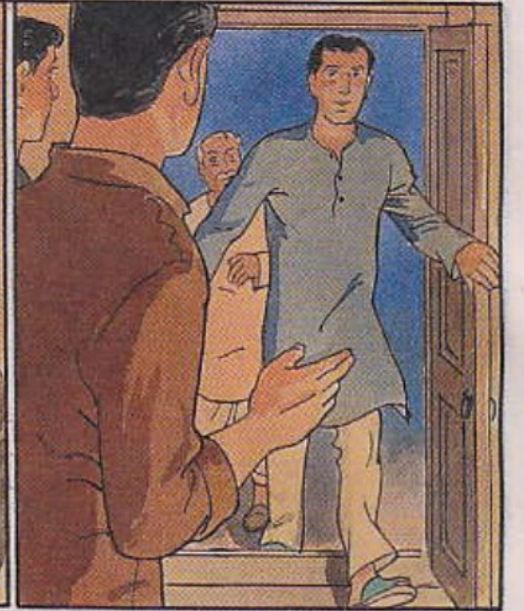
হা হতোহস্মি!

বাবাজির হাতে হাতকড়ি!

মিছিমিছি দু'টো পুকুরে জাল ফেলালেন!
জীবনবাবু খুন হয়েছে এ ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল না হলে এই ভন্ডামি হাতেনাতে ধরব কী করে?
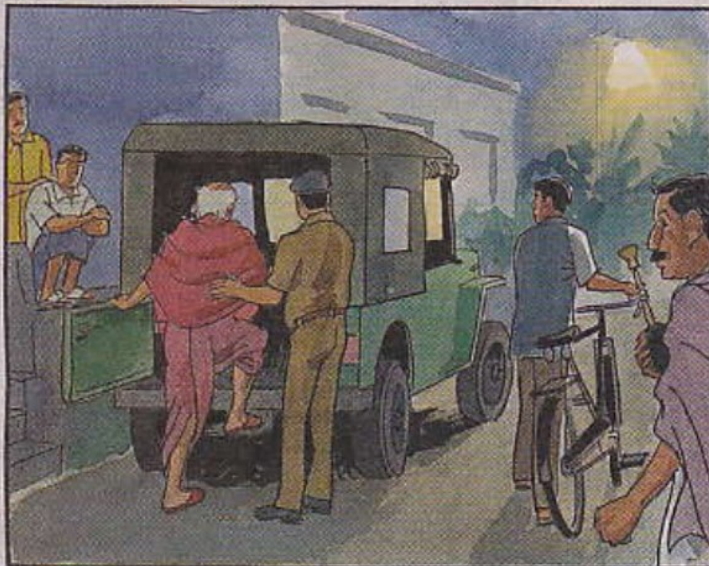
ব্যাপারটা শুধুই মৃগাঙ্কবাবুকে শায়েস্তা করার জন্য একেবারে প্ল্যান করে ভাঁওতা।
আপনি বাগান থেকে উঠে গেলেন কোথায় মশাই?
দোতলার পিছন দিকের একটা গুদোম ঘরে।
তখনই আপনার ঠাকুরমা আপনাকে দেখে ফেলেন!
তা হলে বাদুড়ে-কালী মন্দিরে...?
এই বৈঠকের শেষে আত্মপ্রকাশ করব বলেই বাঁশবন দিয়ে আসছিলাম।
আমাদের দেখতে পেয়ে ওই মন্দিরে শুয়ে পড়লেন?
জানি রিস্কি হয়ে যাচ্ছিল! সঙ্গে বেণী থাকায় অন্য উপায় ছিল না। ...ছেলেবেলায় মাঠে-ঘাটে খুব কাটিয়েছি।
যাও বাবা। এটা তুমিই তুলে রেখে দাও।

এই কাগজটা?
ওটার কোনও প্রয়োজন নেই আমার।
আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হননি তো?
অসন্তুষ্ট?
সেদিন আমার নাম নিয়ে হেঁয়ালি না করলে তো ওর উপর আমার সন্দেহই পড়ত না। আমার তো আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।
জেনে খুশি হলাম!
তা হলে আমাদের ইয়েটা?
হচ্ছে বইকী, কালই দেওয়া হবে।
ভেরি গুড! আমার ইয়েটাও রেডি আছে!
কে রে, কে ওখানে?

(সমাপ্ত)